সতীর-পতিভক্তি।

বা

সাবিত্রী চরিত।

প্রথম ভাগ।

কলিকাতা-উত্তর বিভাগস্থ পাঠশালা সমূহের
ইনেস্পেকটিং পণ্ডিত।
শ্রীমতিলাল দত্ত প্রণীত।

নূতন সংস্করণ।

বি, বি, দে দ্বারা প্রকাশিত।
৬/১ নম্বর পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,
কলিকাতা।

১২৯৭।

—কলিকাতা—

৬।১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, "কলিকাতা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে,"

শ্রীচণ্ডীচরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

হিন্দু সমাজের আদরের ধন, পঞ্চম বেদ মহাভারতের প্রতিব্রতা পর্ব্বাধ্যায়ের পতিপরায়ণা সাবিত্রীর উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, আমি সতীর পতি-ভক্তি নামক এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিলাম। ইহা মহাভারতের অবিকল অনুবাদ নহে। ইহাতে পুত্র কন্যার, মাতা, পিতার প্রতি ব্যবহার, স্ত্রীজাতির পতি-ভক্তি, দাম্পত্য প্রণয়ের পবিত্র ভাব, গর্ভাবস্থায় স্ত্রীর-প্রতি স্বামীর ব্যবহার, মাতা পিতার বাৎসল্য ও সংসার ধর্ম্মে মনের একাগ্রতা প্রভৃতির উপদেশ সকল বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের শৈব্যা, সত্যবানের সাবিত্রী, নলের-দময়ন্তী, শ্রীবৎসের চিন্তা, রামের সীতা প্রভৃতিই আবহমানকাল স্ত্রী সমাজের আদর্শ স্থানীয়, যে সংসারে দাম্পত্য প্রণয় অটল-ভাবে বিরাজ করে, সেখানকার সুখের তুলনায় অতুলৈশ্বর্য্যের আধিপত্যও অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, যাঁহারা এক্ষণে পুত্র-কন্যার স্থানীয় আছেন, পরে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দম্পতীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক, ভবিষ্যতে মাতা পিতার স্থান অধিকার করিবেন, সেই বালক বালিকাদিগের সম্মুখে ঐ সুখের চিত্র প্রদর্শন করাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য। যদি এই পুস্তক দ্বারা ঐ উদ্দেশের কিয়দংশও সম্পন্ন হয়, তবে সমুদায় পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যদি এই, পুস্তকের স্থান বিশেষে কোন দোষ দৃষ্ট হয়। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইলে, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব।

কলিকাতা
সন ১৮৯১ সাল

শ্রীমতি লাল দত্ত।

সতীর পতিভক্তি

বা

সাবিত্রী চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পুরাকালে মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন প্রবলপ্রতাপ পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। তিনি অতুল-ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও অনপত্যতা নিবন্ধন বিষণ্ণ মনে, সর্ব্বদা এই চিন্তা করিতেন যে, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, জন প্রভৃতি সমস্তই আমাদের সুখজনক বস্তু, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু একমাত্র সন্তান অভাবে সে সমস্ত সুখদ দ্রব্যই আমাদের দুঃখের আকর স্বরূপ হইয়াছে। কোন বস্তুই আমাদিগের আনন্দজনক হইতেছে না। শরৎ কালীন পৌর্ণমাসী রজনীতে পূর্ণচন্দ্রের সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইয়া, চকোর চকোরী যেমন সহর্ষে আনন্দ ধ্বনি করে, তদ্রূপ জনকজননী সুকুমার শিশুর মুখারবিন্দের অমৃতময় অর্দ্ধস্ফুট বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া অনুপম আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদিগের কি দুরদৃষ্ট! আমরা সে আনন্দে বঞ্চিত থাকিয়া,

কেবল এই মায়াময় সংসারের অকিঞ্চিৎকর ভার বহন করিতেছি। এই রূপ নানাবিধ চিন্তাবতচিত্তে অপত্যহীন জীবন বিড়ম্বনাময় জানিয়া, ভোগাভিলাষ পরিত্যাগপূর্ব্বক মন্ত্রি হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, রাজদম্পতি মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্য, তীর্থ পর্য্যটন, প্রভৃতি নিত্য ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, সংযত চিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে, দৈবের অনুকূলতা নিবন্ধন রাজমহিষীর গর্ভ লক্ষণ লক্ষিত হইল। রাজা বৃদ্ধ বয়সে সন্তান মুখাবলোকন করিয়া, ইহ জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন ভাবিয়া, মনে মনে অনুপম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। গর্ভাবস্থায় সামান্য কারণে নানারূপ বিপৎপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, এজন্য মহারাজ অশ্বপতি অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া অধিকাংশ সময় রাজমহিষীর চিত্ত-বিনোদ সম্পাদনার্থ তৎসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন, এবং বিবিধ সদুপদেশ পূর্ণ মনোহর উপাখ্যানে তাঁহার মনের তুষ্টি সাধন করিতেন। এইরূপে দশ মাস দশ দিন অতীত হইলে রাজ্ঞী শুভদিনে ও শুভক্ষণে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কন্যাপ্রসব করিলেন। দরিদ্রের ধন লাভ এবং অন্ধের নয়ন-প্রাপ্তি যাদৃশ সুখকর, অপত্যহীন রাজদম্পতীর কন্যারত্ন লাভ ও তাদৃশ প্রীতির কারণ হইয়াছিল।

তাঁহারা এই অনুপম কন্যারত্ন লাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, স্নেহ-পূর্ণ নয়নে প্রতিক্ষণ দুহিতার ফুল্ল মুখারবিন্দের অমৃতময় ভাব অবলোকন করিতেন। সেই বিমুগ্ধ মোহন দৃশ্যে তাঁহাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না, বরং স্নেহপরতন্ত্র হইয়া যতই তাহার অঙ্গ

প্রত্যঙ্গ অবলোকন করিতেন, ততই একএক অত্যদ্ভুত অভিনব ভাবে বিমোহিত হইয়া, অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন।

মহারাজ অশ্বপতি যথাসময়ে শুভক্ষণে বিধানানুসারে কন্যার জাতকর্ম্মাদি সমাধা করাইলেন এবং তদুপলক্ষে দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে প্রভূত অর্থ ও তাহাদিগের প্রার্থনানুরূপ বস্তু প্রদান করিয়া, সকলের নিকট প্রিয়তমা কন্যার কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞী অনশনে সাবিত্রী* দেবীর আরাধনা করিয়া, এই অলোকসামান্য-কন্যারত্ন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, কুলগুরুগণের অনুজ্ঞাক্রমে শুভদিনে ও শুভক্ষণে কন্যার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। রাজা ও রাজ্ঞীর সুদুশ্চর কঠোর ব্রতের ফল এই কন্যারত্ন। নিদ্রা যেমন জীব শরীরে আবির্ভূত হইয়া তাহাদিগের সর্ব্বসন্তাপ অপনোদন করে, সাবিত্রীও তাঁহাদিগের অঙ্কোপরি আসীন হইয়া তাঁহাদিগকে অপরিমেয় সুখনীরে আপ্লুত করিতে লাগিলেন। অপত্য স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! তাঁহারা স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, মায়াময়ী সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী সাবিত্রীর মুখনিঃসৃত অমৃতময় অর্দ্ধস্ফুট বাক্যাবলী যখন শ্রবণ করিতেন তখনই স্নেহরসে অভিষিক্ত হইয়া এক দৃষ্টে তাহার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতেন। এই রূপে তাঁহাদিগের ঐকান্তিক স্নেহ ও যত্নে সাবিত্রী শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তিনি রাজার যত্নে বিদ্যাবতী ও রাণীর যত্নে গৃহ কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়া, কালক্রমে যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। লোকে তাঁহার যৌবন কালীন অনুপম রূপ লাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া, পরস্পর বলিত, বুঝি কোন দেব

* দুর্গা।

কন্যা শাপভ্রষ্টা হইয়া অবনীতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই লোকললামভূত কন্যার পিতা মাতা ধন্য।

রাজা স্বীয় কন্যার যৌবন কাল সমাগত দেখিয়া, তাহাকে সুশিক্ষিত সৎপাত্রে সমর্পণ করিবার নিমিত্ত কুলগুরুগণের অনুমতিক্রমে পাত্র অন্বেষণার্থে দেশে দেশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাহারা রাজনিদেশ বশবর্ত্তী হইয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া কেহই কোথাও সাবিত্রীর অনুরূপ বর অন্বেষণে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। প্রত্যেকে আসিয়া নৃপতি সমীপে নিবেদন করিল, মহারাজ! আমরা নানা স্থান পরিভ্রমণ ও অন্বেষণ করিয়াছি, কিন্তু যিনি রূপে গুণে সাবিত্রীর অনুরূপ হইতে পারেন কোন স্থানে এমত সুপাত্র দেখি নাই। সুতরাং বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি।

মহারাজ অশ্বপতি দূতগণের এতাদৃশ অভাবনীয় বাক্য শ্রবণে অতিশয় চিন্তিত হইলেন এবং কন্যার পরিণয়োচিত কাল অতি-ক্রম করা অন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বিবেচনা করিয়া, আপনার প্রধান মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত সভাসদ গণের পরামর্শানুসারে, প্রিয়তমা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎসে সাবিত্রি! কালের অপ্রতিহত গতিতে তোমার পরিণয় কাল সমাগত হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে কোন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তির, বিদ্যা বুদ্ধি বিনয়াদি সম্পন্ন পুত্রকে, সম্প্রদান করাই আমার উচিত হইতেছে। কিন্তু দূতগণ দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়াও সেরূপ পাত্র পায় নাই। এজন্য তোমাকেই অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি আপনার ইপ্সিত পতি নির্ব্বাচন করিয়া, আমার এই চিন্তাকুল চিত্তের সন্তোষ

সাধন কথা। তুমি যাঁহাকে নির্ব্বাচন করিবে, আমি তাঁহার যথাযথ পরিচয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকেই সম্প্রদান করিব। বৎসে! আমি বেদবিশারদ ব্রাহ্মণ গণের মুখে শুনিয়াছি, যে পিতা স্বীয় কন্যার কন্যাকাল অতিক্রান্ত করে এবং যৌবন কালের প্রারম্ভে তাহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান না করে, যে পুরুষ পুত্রার্থে দার পরিগ্রহ না করে এবং যে ব্যক্তি স্বামিহীনা মাতাকে পরুষবাক্যে অসন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ না করে, তাহারা এ জগতে মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত নহে।

সাবিত্রী পিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে নম্রমুখী হইয়া, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, এবং মাতৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিলেন, মাতঃ। পিতা মাতার ঐকান্তিক স্নেহ ও যত্নে পরিপালিত হইয়া, তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন ও তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করাই সন্তানের একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পিতা আমার পরিণযোচিত সময় সমাগত দেখিয়া উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া, "তুমি আপনার বাঞ্ছনীয় বরে আত্মসমর্পণ কর" এই আদেশ প্রদান পূর্ব্বক ভবিষ্যৎ চিন্তা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি প্রদান করিলে আমি পিতার উদ্দেশ্য সফল করিতে যত্নবতী হই।

সাবিত্রী মনোরথপূর্ণসূচক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া, মাতৃ চরণে প্রণাম পূর্ব্বক আহ্লাদিত মনে তাঁহার ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রী ও আপনার প্রিয় সহচরীদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রথারোহণে তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে তপস্বিবৃন্দ পরিষেবিত তপোবনে গমন করিলেন। তথায় তিনি স্থবির

---

* পূর্ব্বে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল।

মুনি-ঋষিগণের চরণ বন্দনা ও তাঁহাদিগের নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া, আশ্রমবাসিনী মুনিকন্যাদিগের সহবাসে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও তাঁহার সদ্‌গুণ ও শিষ্টাচারে বশীভূত হইয়া, আপন আপন সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। মুনি ও মুনিপত্নীগণ তাঁহার সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন।



এই রূপে সিদ্ধাশ্রমে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, তিনি এক দিন আপনার প্রিয় সহচরী ও মুনিকন্যাদিগের সহিত বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক বৃক্ষ মূলে কুটীরাভ্যন্তরে জটাবল্কলধারী নেত্রহীন, অশীতিপর এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা নারী, পরমসুকুমার এক যুবা পুরুষের সহিত

বাস করিতেছেন। ইঁহাদিগের পরিধান গৈরিক বসন, কণ্ঠ রুদ্রাক্ষাভরণে বিভূষিত, অঙ্গ বিভূতি রাগে রঞ্জিত, কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, আসন মৃগ চর্ম্ম। তাঁহাদিগকে দেখিলেই বনচারী তপস্বী ভিন্ন অন্য কিছুই বোধ হয় না। কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গানুলিপ্ত ভস্মাভ্যন্তর হইতে শরীরের যেরূপ জ্যোতিঃ নিঃসৃত হইতেছে, তাহাতে স্পষ্টই অনুভব হয়, কোন রাজ্যেশ্বর বয়োধর্ম্মানুসারে রাজ্য ও ঐশ্বর্য্যসুখে বীতস্পৃহ হইয়া, মনুষ্য জীবনের অমূল্য বস্তু, ধর্ম্ম ধন লাভের জন্য সুখদুঃখময় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছেন এবং দেবাদিদেব ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনার নিমিত্ত, মনের একাগ্রতাসহকারে পারত্রিক অক্ষয় সুখ লাভের বাসনায় সন্ন্যাসি-বেশে তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা পতিগতপ্রাণা সহধর্ম্মিণীও তদুপযোগী বেশ পরিগ্রহ করিয়া, সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন।

এক দিন অপরাহ্ণ সময়ে তিনি গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, সুস্নিগ্ধ মলয় মারুত হিল্লোলে শরীরের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য মুনিকন্যাদিগের সহিত তপোবনে গমন করিলেন এবং পথ প্রান্তের বৃক্ষ শ্রেণী হইতে নানাবিধ মনোহর সৌগন্ধময় পুষ্প চয়ন করিয়া, মহোল্লাসে সকলে এক সরোবর তীরস্থ বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া, বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ মরীচিমালী স্বকীয় কিরণ জাল সংহার করিয়া, পরিশ্রান্ত জনগণের ক্লান্তি দূর করিবার মানসে ক্রমে পশ্চিমাচলে অস্তমিত হইতেছিলেন, এবং প্রিয় প্রণয়িনী পতিপরায়ণা কমলিনীর বিচ্ছেদশোকে পরিতাপিত হইয়া দুঃখিত

মনে লোহিতলোচনে সেই বিয়োগবিধুরা ম্লানমুখী পদ্মিনীর নিকট হইতে যেন বিদায় প্রার্থনা করিতেছিলেন; আর পদ্মিনীও মরালকুলের কলরবে উৎপীড়িত হইয়া, নাথের প্রত্যাগমন প্রার্থনা করিতে অসমর্থ হইতেছেন। মৃদুমন্দ মলয়ানিল বনজাত বিবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্পের পরিমল বহন করিয়া, চিত্তের হর্ষোৎপাদন এবং পরিশ্রান্ত দেহের ক্লান্তি দূর করিয়া, লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল। তখন মুনিকন্যারা বনভ্রমণ জনিত ক্লেশের শান্তি করিয়া ও পুষ্পগন্ধে বিমোহিতা হইয়া, আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে এক জন আর জনকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, —ঐ নব পল্লবে পরিশোভিত বনস্পতিগণ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য কিরণে সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়া, কেমন শোভা ধারণ করিয়াছে। সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলকুল দিনমণিকে অস্তগমন করিতে দেখিয়া ক্রমেই মুদিত হইতেছে। সলিল বিহারী মরাল কুল, অপরাহ্ণ সময়ে গগনাবলম্বী মেঘাবলীর নানারূপ শোভা সরোবরের নির্ম্মল সলিলে প্রতিফলিত দেখিয়া, আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। মুনিকন্যারা অরণ্যানীর এই সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইতে লাগিলেন।

সাবিত্রীকে কথোপকথনে বিরত ও বিষণ্ণ বদনে বাম হস্তে বাম গণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক চিন্তার্ণবে নিমগ্ন দেখিয়া, মুনি কন্যারা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—ভগিনি। এই বিজন অরণ্যে বিশ্বস্রষ্টার বিচিত্র সৃষ্টি কৌশল দৃষ্টি করিয়া সকলেরই মন প্রাণ আনন্দিত হইতেছে; কিন্তু এক মাত্র তোমারই মুখ মণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। তুমি রাজ-

কন্যা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী, প্রীতি তোমাদিগের নিত্য সহচরী, দুঃখ কাহাকে বলে তাহা কখনই জান না। আমাদিগের সহবাস জনিত ক্লেশ তোমার পক্ষে একান্ত অসহনীয় হইয়াছে। বোধ হয়, এই জন্যই তুমি এরূপ বিষণ্ণ ভাবে অবস্থান করিতেছ। সাবিত্রী কোন কথা কহিলেন না। কেবল মৌনালম্বনে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন মুনি কন্যারা তাঁহাকে সেই রূপ চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া কহিলেন, দেখ ভগিনি সাবিত্রি। চিন্তায় মানবগণকে বাহ্যজ্ঞান শূন্য করে বটে, কিন্তু হিতোপদেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে চিন্তাবেগ অনেকাংশে প্রশমিত হয়। এই পৃথিবী বিশ্বপতির এক অত্যুৎকৃষ্ট আনন্দ ময় কীর্ত্তি স্থান, ইহাতে পক্ষিগণের মৃদু মধুর কলধ্বনি, ময়ূর ময়ূরীগণের মনোহর নৃত্য, সৌগন্ধময় পুষ্প ও মুকুলে পরিশোভিত বৃক্ষশ্রেণী, প্রস্ফুটিত কমলকুল পরিপূরিত সরোবর, এই সকল আনন্দময় পদার্থেও কি তোমার চিত্তপ্রসাদ হইতেছে না? সাবিত্রী মুনিকন্যাদিগের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয় ভগিনীগণ। আপনারা এই ধর্ম্মারণ্যের অধিষ্ঠাত্রী, ধর্ম্মই, আপনাদের সৌন্দর্য্য ও চিন্তনীয় পদার্থ; আপনারা সেই ধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া বন-দেবীরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, আপনাদের সহবাসে মনের অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়া ধর্ম্ম ভাবের উদয় হয়। পবিত্র আনন্দ আপ-নাদের মনোমধ্যে সকলসময় বিরাজমান থাকে। আমাকে বিষণ্ণ দেখিতেছেন, তাহার কারণ এই, যে, দুশ্চিন্তা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, যেরূপ অশেষ বিধ যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার পক্ষে অতিশয় ক্লেশকর। যদি

আপনারা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, আমাকে সেই অপরিজ্ঞাত বিষয়ের তত্ত্ব বিদিত করেন, তাহা হইলে আমার সে মানসিক চিন্তার হ্রাস হইতে পারে।

মুনি কন্যারা সাবিত্রীর অপরিজ্ঞাত মানসিক দুঃখের বিষয় জানিবার নিমিত্ত অতিশয় সমুৎসুক হইলেন এবং তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে কহিলেন, সখি! তোমার বাক্যাবলী শ্রবণে আমাদের মন অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে। তোমার জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের নিকট প্রকাশ করিলে, আমরা তাহার যথাযথ বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে উপেক্ষা করিব না।

সাবিত্রী মুনি কন্যাদিগের বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—এই অরণ্য মধ্যে ঐ সরোবর তীরে বৃক্ষ মূলে এক মহাপুরুষ তপস্যা করিতেছেন, সঙ্গে এক বৃদ্ধা স্ত্রী; তাঁহাদিগের ঐকান্তিক স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া, নব যৌবন সম্পন্ন এক পুরুষ তাঁহাদিগের আশ্রমে প্রতিপালিত হইতেছেন। দম্পতীর মুখ ভঙ্গিতে অপত্য স্নেহের ভাব প্রতিক্ষণে পরিলক্ষিত হইতেছে। এজন্য, আমার মনে ঐ যুবক তাঁহাদিগের পুত্র বলিয়া অনুভূত হইতেছেন। অতএব আপনাদের সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া, নানা দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনারা কৃপা পরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে, আমার সে চিন্তার অপনয়ন হয়।

মুনি কন্যারা সাবিত্রীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন—অবন্তি দেশে দ্যুমৎসেন নামে এক পরম, ধার্ম্মিক প্রকৃতি রঞ্জক নরপতি ছিলেন। দৈবের দুর্ব্বিপাক বশতঃ অন্ধত্ব

প্রাপ্ত হইলে, বিপক্ষ নরপতিগণ বৈর নির্য্যাতনের উপযুক্ত সময় পাইয়া, রাজ্য ধন হরণ করিয়া লয়। রাজা হীন অবস্থায় বিপক্ষ গণকে শাস্তি প্রদান পূর্ব্বক রাজ্য লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার করা একান্ত অসাধ্য এবং স্ত্রী, পুত্র সহিত আত্মীয়গণের গলগ্রহ হওয়া, মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া রাজর্ষি বেশে ধর্ম্মা-রাধনায় তৃপ্তি সাধন মানসে বনবাস আশ্রয় করিয়াছেন। প্রিয় মহিষী শৈব্যা রাজাকে রাজ্যনাশে বনবাসী হইতে দেখিয়া, পতিসেবা স্ত্রী জাতির মোক্ষ ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া বনবাস সঙ্গিনী হইয়াছেন। রাজদম্পতীর হৃদয়বৃন্তের কুসুম এক মাত্র পুত্র সত্যবান্ অতি যত্নে পরিপালিত, বনবাসে তাঁহার অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, সর্ব্ব দুঃখ বিস্মৃত হইয়া শান্তি উপভোগ করিতেছেন। গুরুভক্তি পরায়ণ সত্যবান্ তাঁহাদিগের আজ্ঞা-নুবর্ত্তী থাকিয়া দৃষ্টিবিহীন বৃদ্ধ পিতামাতার পরিচর্য্যা করিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিলেই মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।

কালের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! যাঁহাকে আজ ভূমণ্ডলের অধীশ্বর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রজাপালন প্রভৃতি পরম সুখে কালযাপন করিতে হইত, আজ তাঁহাকে কিনা যাজ্ঞালব্ধ মুষ্টি ভিক্ষা বা অনায়াসলভ্য বনজাত ফলমূলে উদর পূর্ণ করিয়া কালযাপন করিতে হইতেছে! আর যাহারা এ সময়ে পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, মনের আনন্দে পারত্রিকসুখ বাণপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিবেন, তাঁহারাই কিনা, সেই প্রিয়তম পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সন্ন্যাসী বেশে বনবাসী হইয়াছেন!

আহা। মনুষ্য জীবনে ইহা অপেক্ষা হৃদয বিদারক দুঃখ জনক ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

সাবিত্রী মুনি কন্যাদিগের মুখে সত্যবানের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পিতা আমার অনুরূপ পাত্রের অন্বেষণে অসমর্থ হইয়া, সেই ভার আমাতেই অর্পণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বকার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া, অবশেষে এই তপোবনে আগমন করিয়াছি। বিধাতার অনুগ্রহে এই বনবাসিনী মুনি কন্যাদিগের সকাশে রাজর্ষি তনয় সত্যবানের কুলশীল অবগত হইলাম। সত্যবান্ রাজপুত্র, বিধির বিড়ম্বনে বনবাসী ও সন্ন্যাসী। কিন্তু যে সকল সদ্গুণ পিতার প্রার্থনীয়, ইঁহাতে তাহার সকলই লক্ষিত হইতেছে। কেবল নির্ধন, আশ্রয হীন এবং বনবাসী। কিন্তু কুল ও মর্য্যাদানুসারে পিতার প্রার্থনীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব ইঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে পারি। মনে মনে এই রূপ নিশ্চয করিয়া, সহচরী মুনিকন্যাদিগকে আপনার মনোভিলাষ জানাইলেন। তাঁহারা সাবিত্রীর অভিলষিত ভাব অবগত হইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সকলে একবাক্যে সত্যবানে আত্ম-সমর্পণ কর, এই বলিয়া সাবিত্রীকে গৃহ গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। সাবিত্রী অরণ্যবাসী মুনি, ঋষি মুনিপত্নী ও মুনিকন্যা-দিগের চরণ বন্দন করিয়া প্রিয সম্ভাষণে তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক, আপন সঙ্গী ও সঙ্গিনীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রথারোহণে গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহারাজ অশ্বপতি, সভামণ্ডপে অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, দেবর্ষি নারদের সহিত নানাবিধ কথোপকথনে সময় অতিবাহিত করিতেছেন, এমত সময়ে সাবিত্রী, আপনার প্রিয়সঙ্গিনী-গণের সহিত রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং অবনত মস্তকে মহর্ষির চরণ বন্দনা করিলেন, এবং পিতার চরণে প্রণাম করিয়া, প্রিয় সম্ভাষণে অমাত্যবর্গকে সন্তুষ্ট করিয়া, সকলের নিকট বিদায়-গ্রহণ-পূর্ব্বক, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেবর্ষি নারদ, সাবিত্রীকে অন্তঃপুরে গমন করিতে দেখিয়া মহারাজ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন রাজন্। যে পরমসুন্দরী কন্যা ইতঃপূর্ব্বে আমাদিগকে প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিল, ঐ কন্যাটি কে এবং কোথা হইতেই বা আগমন করিল, তাহার পরিচয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে।

মহারাজ অশ্বপতি দেবর্ষি নারদের, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্য বদনে স্বীয় কন্যা সাবিত্রীর আদ্যোপান্ত সমুদয় পরিচয় প্রদান করিলেন। দেবর্ষি নারদ, মহারাজ অশ্বপতির মুখে সাবিত্রীর সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট হই-লেন, এবং সাবিত্রী কোন্ মহাত্মার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করিল, তাহা জানিবার জন্য আমার

অতিশয় উৎসুক্য হইতেছে। অতএব আপনি, সাবিত্রীকে সভা-স্থলে আনয়ন করুন; তাহার কার্য্যের পরিচয় শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় অভিলাষ হইতেছে।

মহারাজঅশ্বপতি, দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুর হইতে সাবিত্রীকে সভাস্থলে আনয়ন পূর্ব্বক প্রিয় বাক্যে কহিলেন, মাতঃ সাবিত্রি! তুমি আমার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া, স্বীয় সঙ্গিনীগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলে। এক্ষণে তুমি কোন্ ব্যক্তির পুত্রকে পতিরূপে নির্ব্বাচন করিয়া, গৃহে আগমন করিলে, তদ্বিবরণ শ্রবণ করিতে, আমাদিগের অতিশয় বাসনা হইতেছে।

সাবিত্রী, পিতার বিস্ময়-জনক বাক্য শ্রবণে তাঁহার কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিবার নিমিত্ত, কহিতে লাগিলেন পিতঃ! অবন্তি দেশে দ্যুমৎসেন নামে পরম ধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। দৈবের প্রতিকূলতা নিবন্ধন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিনষ্ট হয়। বিপক্ষ নরপতিগণ তাঁহাকে অন্ধ ও রাজ্যরক্ষার্থে অসমর্থ দেখিয়া, রাজ্যধন হরণ করিয়া লয়, তিনি এইরূপে, বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া, শিশুসন্তান ও বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনবাসী হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহারা বনবাসী ও তপস্বী, আমি বনবাসিনী মুনি কন্যাদিগের মুখে, সেই রাজর্ষির কুলপরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারী পুত্র সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিতে, অভিলাষ করিয়াছি।

দেবর্ষিনারদ, সাবিত্রীর মনোভিলাষ অবগত হইয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং মহারাজ অশ্বপতিকে সম্বোধন

করিযা কহিলেন, হে বাজন্! সাবিত্রী বাজর্ষি-কুমাব সত্যবানে আত্মসমর্পণ কবিবাব অভিলাষ প্রকাশ কবিযা, গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়াছে। সত্যবান্‌ও কুলমর্য্যাদানুসাবে, আপনাব প্রার্থনীয়, তাহাব সন্দেহ নাই কিন্তু এ পবিণয়েব পবিণাম বিধাতা কিরূপ বিধান কবিযাছেন তাহা ভবিষ্যতেব গর্ভে নিহিত। দেবর্ষি বিষণ্ণবদনে এই মাত্র বলিযা নিবস্ত হইলেন। মদ্রবাজ, তাঁহাব এই সন্দেহযুক্ত সংক্ষিপ্তবাক্য শ্রবণ কবিযা, অতিশয চঞ্চলচিত্ত হইলেন। এবং মুনিবরেব অন্তর্নিহিত বাক্য শ্রবণ কবিবাব নিমিত্ত ব্যগ্রতাসহকাবে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনম্র ভাবে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি ত্রিকালজ্ঞ;—মানবগণের সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু এবং ভাগ্যেব ফলাফল, কোন্ সময়ে কিরূপে তাহাদিগেব অদৃষ্ট চক্রেব, কোন্ স্থানে অবস্থিতি কবে, তাহা আপনাব অবিদিত নাই। অতএব আপনি বিষণ্ণ-বদনে সত্য-বানেব অসম্পূর্ণ পবিচয় প্রদান কবিযা নিবস্ত হইলেন; তাহাতেই আমাব মন নানা চিন্তায উদ্বিগ্ন হইতেছে। আপনি কৃপা কবিযা সাবিত্রী ও সত্যবানেব যথাযথ পবিচয প্রদান করিলে, কৃতার্থ হই। মহর্ষি নাবদ, মহাবাজেব এই বিনযবাক্য শ্রবণ কবিযা, কহিলেন হে বাজন্। অবন্তিব অধিপতি মহাবাজ দ্যুমৎসেন অতিশয প্রজাবঞ্জক পবমধার্ম্মিক ও সদা সত্যপ্রিয ছিলেন। এজন্য বেদ-বিশাবদ ব্রাহ্মণগণ তদীয কার্য্যকলাপেব গুণগ্রাহী হইযা, তাঁহাব সেই পুত্রেব নাম সত্যবান্ বাখিযাছিলেন। সত্য-বান্ বাল্যকালে অতিশয অশ্ব * প্রিয ছিলেন, সর্ব্বদা অশ্ব লইযা

* মৃত্তিকার অশ্ব নির্ম্মাণ কবিযা চিত্র কবিতেন।

ক্রীড়া করিতেন; এজন্য তাঁহার সহচরেরা, তাঁহাকে চিত্রাশ্ব বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এক সত্যবানে, বিদ্যা, বুদ্ধি, গুরুভক্তি প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণই বিদ্যমান আছে, কেবল অল্পায়ুঃ বলিয়া, তাহার সকল গুণই দুঃখে পরিণত হইয়াছে। আর এক বৎসর অতিবাহিত হইলেই তাহাকে কালের করাল কবলে কবলিত হইতে হইবে। এজন্য আপনাকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, সাবিত্রীকে সত্যবানের পরিবর্ত্তে অন্য কোন সৎ-কুলোদ্ভব ব্যক্তির পুত্রে সম্প্রদান করিতে পারেন।

মহারাজ অশ্বপতি, দেবর্ষি নারদের মুখে এই অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ সাবিত্রি! তুমি নানাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া, রাজর্ষি কুমার সত্যবানকে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ। সত্যবান্ সৎকুলোদ্ভব, বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আর এক বৎসর অতীত হইলেই, তাহার জীবন কাল শেষ হইবে, অতএব রাজর্ষি-কুমার সত্য বানের পরিবর্ত্তে অন্য কোন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তির পুত্রকে বরণ কর, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। সাবিত্রী, পিতার এই অভাবনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন। এবং সজল নয়নে মৃদুস্বরে কহিলেন, পিতঃ! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, রাজর্ষি-কুমার সত্যবানে আত্ম-সমর্পণ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। আপনি মহর্ষি নারদের বাক্যে তাঁহার অকাল মৃত্যুর জন্য, আমাকে অন্য ব্যক্তির পুত্রকে বরণ করিতে আদেশ করিতেছেন। পিতঃ! আপনি রাজ্যেশ্বর, রাজদণ্ডধারী, প্রজাপুঞ্জের

ন্যায় অন্যায়ের বিচারকর্ত্তা; আপনি যেরূপ ব্যবহার করিবেন, প্রজাগণ অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনার সেই ব্যবহারের অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে। দেখুন! ধর্ম্ম, মনুষ্য জীবনের একমাত্র দুর্ল্লভ বস্তু; এই পরমারাধ্য বস্তুকে, উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত কত শত রাজন্যবর্গ রাজ্যসুখে নিস্পৃহ হইয়া, রাজর্ষি বেশে বনবাসী হইয়াছেন। পরম তত্ত্ববিদ্, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, যে ধর্ম্মকে উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত, সংসারের মোহিনী শক্তিকে অতিক্রম করিয়া, মনের আনন্দে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, আর যে ধর্ম্ম, সদাশয় সাধু ব্যক্তিদিগের আরাধ্য; আমি সেই ধর্ম্মকে, সাক্ষী করিয়া রাজর্ষি কুমার সত্যবানে আত্ম সমর্পণ করিয়াছি। আপনারা, তাঁহার অকালে মৃত্যু হইবে বলিয়া, আমাকে সেই ধর্ম্ম পথ হইতে বিচ্যুত করিতেছেন। যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, তাহা হইলে, আমি আপনাদের কাল্পনিক বাক্যে বিমোহিত হইয়া, সেই সত্য প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না। আমি বেদবিশারদ ব্রাহ্মণগণের মুখে শুনিয়াছি, বিবাহে, প্রথমে মনে মনে কল্পনা, পরে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বাগ্‌দান হইয়া থাকে; এবং সেই বাগ্‌দানের বশবর্ত্তী হইয়া, সম্প্রদান কার্য্য হইয়া থাকে। বাগ্‌দানই বিবাহের অর্দ্ধেক; পিতঃ আমি আপনার নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া, বনে, রাজর্ষি কুমার সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিব, মনেমনে এই অভিলাষ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি তাঁহার যথাযথ পরিচয় গ্রহণ করিতে পারেন।

রাজা স্বীয় কন্যার মনোভিলাষ অবগত হইয়া, কহিলেন, মাতঃ সাবিত্রি!—ত্রিকালদর্শী মহামুনি নারদ, রাজর্ষি কুমার

সত্যবানের কুল মর্য্যাদার যেরূপ পরিচয় প্রদান করিলেন; তাহাতে তিনি আমার প্রার্থনীয়, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু এক বৎসর অতীত হইলেই, তাঁহার জীবন কাল শেষ হইবে; অতএব ভবিষ্যবাদী মহাজনের উপদেশ বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক তোমায় চিরজীবনের জন্য শোক সাগরে নিমগ্ন করিব? মণি লোভে ফণি-ভূষণ গলদেশে ধারণ করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, এজন্য তোমায় উপদেশ প্রদান করিতেছি। দেবর্ষি নারদের বাক্যে উপেক্ষা না করিয়া, অন্য কোন ব্যক্তির রূপগুণ সম্পন্ন পুত্রকে পতিত্বে বরণ কর।

সাবিত্রী, পিতার এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বিনীত ভাবে কহিলেন পিতঃ!—মুনিরাজ আমার প্রার্থনীয় সত্যবানকে অল্পায়ুঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং অন্যকে আত্ম-সমর্পণ করিতে উপদেশ দিতেছেন; কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম আপনাদিগের উপদেশ সাপেক্ষ; আমি সিদ্ধাশ্রমে গমন করিয়া, সত্যবানে আত্ম সমর্পণ করিব বলিয়া মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছি, তাহা কেহই অবগত নহেন। তখন আমি আপনাদের শোকার্হ ভবিষ্যৎ বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া অন্য নেতাকে মনোনীত করিতে পারি, তজ্জন্য গ্রহীতা বা শ্রোতৃবর্গ কেহই আমাকে নিন্দা করিতে পারিবেন না; কিন্তু যখন আমার আত্মা আমাকে দ্বিচারিণী বলিয়া তিরস্কার করিবে, তখন সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি, আর্য্য তনয়ের সহবাস সুখও অনিবার্য্য দুঃখে পরিণত হইবে। তখন আমার এ জীবনের সুখ, একবার স্বপ্নেও অনুভূত হইবে না। এরূপ দুঃখে কাল যাপন করা অপেক্ষা ধর্ম্মপথে

থাকিয়া বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করাও সহস্র গুণে ভাল। চন্দ্র নিজে তেজোময় নহেন, সূর্য্য দূরে থাকিয়া, গগনমণ্ডলস্থ সেই চন্দ্রমাকে মনোহর আলোক মালায় বিভূষিত করেন, সেইরূপ রাজর্ষিকুমার সত্যবানের মুখ-জ্যোতিঃ আমার হৃদয় আকাশে পতিত হইয়া, যখন আনন্দোৎপাদন করিতেছে, তখন তিনিই আমার পতি। বিধির বিড়ম্বনায় যদি আমার বৈধব্য দশা অবশ্যই ঘটে, তবে রাজর্ষি কুমার সত্যবান্ ভিন্ন অন্যতেও হইতে পারে।

সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য মনুষ্যের কার্য্য অনুরূপ পুরস্কার, যিনি যেরূপ কার্য্য করিবেন, তাঁহাকে তদনুরূপ ফল ভোগ করিতে হইবে, অতএব আমি আপনাদিগের আনুমানিক ভবিষ্যৎ বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া, অন্যকে বরণ করিতে পারিব না।

দেবর্ষি নারদ, মদ্ররাজ-দুহিতার এই যুক্তিযুক্ত ধর্ম্মোপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এবং মহারাজ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনার কন্যা স্বীয় সৎবুদ্ধির গুণে, আমার বাক্যের যেরূপ সদুত্তর প্রদান করিয়াছে, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আপনাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, রাজর্ষি-কুমার সত্যবান্‌কে আপনার কন্যারত্ন সম্প্রদান করিতে পারেন, সত্যবান দীর্ঘায়ু ও সাবিত্রী শত পুত্রের মাতা হইবে, আমার বাক্য কখনও অন্যথা হইবে না। তোমাদের মঙ্গল হউক এই বলিয়া দেবর্ষি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ অশ্বপতি, ত্রিকালদর্শী নারদের অনুকূল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তিনি রাজর্ষি কুমার

সত্যবানকে কন্যারত্ন সম্প্রদান বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া, অমাত্য, বন্ধু, বান্ধব ও পুর-বাসিগণকে, সাবিত্রীর বিবাহ বৃত্তান্ত জানাই-লেন, ও তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহোপযোগী দ্রব্য সমুদয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি কুলগুরু ও পুরোহিত গণকে আহ্বান করিয়া কন্যাদানের দিন স্থির করিয়া লইলেন, এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে জামাতৃ করে কন্যাসম্প্রদান করিবার মানসে, পুরোহিত ও পুর-বাসিবর্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া, যে স্থানে রাজর্ষি, প্রাণাধিক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন, সকলে সেই বনে গমন করিতে লাগিলেন।

মদ্রাধিপতি, আত্মীয়বর্গ ও কুলপুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া, যে বনে রাজর্ষি দ্যুমৎসেন সন্ন্যাসি-বেশে প্রিয় পুত্র সত্যবান্‌কে সমভিব্যাহারে লইয়া, বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ অশ্বপতি, সবান্ধবে রাজর্ষি সমীপে উপস্থিত হইয়া, যথাবিহিত সংবর্দ্ধনা সহকারে তাঁহার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজর্ষি, মহারাজ অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার হস্তধারণ করিয়া উপবেশন করাইলেন, এবং তাঁহার সমভি-ব্যাহারী ব্যক্তিবর্গকে প্রিয় সম্ভাষণে তৎসন্নিধানে বসিতে আদেশ করিলেন। সত্যবান্ আগন্তুক ব্যক্তিদিগকে আশ্রমে উপবিষ্ট দেখিয়া, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অশ্বপতি, ও তাঁহার সমভিব্যাহারী ব্যক্তিবৃন্দ, সত্য-বান্‌কৃত পরিচর্য্যা দ্বারা সৎকৃত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হই-

লেন। তাঁহারা পরিশ্রান্ত দেহের ক্লান্তি দূর করিয়া, সন্তুষ্টচিত্তে কথাপ্রসঙ্গে সময়াতিপাত কবিতেছেন, এমত সময়ে রাজর্ষি, তথায় আগমনপূর্ব্বক মহাবাজ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজন্! আপনাব বাজ্যেব সর্ব্বাঙ্গীন কুশল? প্রজাবৃন্দ, বাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া আপনাকে ভক্তি উপহাব দিয়া, পরম সুখে কাল যাপন কবিতেছে? বাজন্যবর্গ পঞ্চাশৎবর্ষ, প্রজাপালন কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিযা, সুশিক্ষিত পুত্রহস্তে বাজ্য ভাব অর্পণ-পূর্ব্বক, মনেব আনন্দে বাজর্ষি-বেশে, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন কবিয়া বনে আসিয়া থাকেন, কেহ বা মৃগয়ার্থ সজ্জিত সৈন্যগণ সমভিব্যাহাবে এই বনে আগমন কবিযা থাকেন, কিন্তু আপনাতে তাহাব সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় লক্ষিত হইতেছে। মহাবাজ অশ্বপতি রাজর্ষিব এই বাক্য শ্রবণ কবিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে রাজর্ষি-সত্তম! আমি আপনাব এই পুণ্যাশ্রমেব অতিথি; কৃপা করিয়া আমাব মনোভিলাষ পূর্ণ কবিতে হইবে, এই আমাব প্রার্থনা? বাজর্ষি মদ্রবাজেব এই বাক্য শ্রবণ কবিযা কহিলেন, আমবা বনবাসী, সন্ন্যাসী, বনজাত ফল মূলে আমাদিগেব অতিথি সৎকাব ও জীবন যাপন হইয়া থাকে; এক্ষণে আপনাব মনোভিলাষ ব্যক্ত কবিলে, তাহা সম্পাদন কবিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তাহাব সন্দেহ নাই।

মহারাজ অশ্বপতি, রাজর্ষির এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিযা বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন, আমাব এই এক মাত্র কন্যা; ইহার পরিণয়োচিত কাল সমাগত দেখিয়া, নানাস্থান পবিভ্রমণ

করিয়াছি। কোন স্থানেই কন্যানুরূপ পাত্র প্রাপ্ত হই নাই। এ জন্য ইহার সন্তোষসাধনার্থ বলিয়াছিলাম; মাতঃ! তুমি আপনার মনোমত পতি অন্বেষণ করিলে আমি তাহাকেই তোমায় সম্প্রদান করিব। ইনি আমার আদেশানুবর্ত্তিনী হইয়া নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, এই বনে, মুনি কন্যাদিগের মুখে আপনার পুত্রের পরিচয় শুনিয়া সত্যবানকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া, আমার কন্যা সাবিত্রীকে স্নুষারূপে পরিগ্রহ করিলে কৃতার্থ হই।

রাজর্ষি, মহারাজ অশ্বপতির এই অভাবনীয় বাক্য শ্রবণে অতিশয় বিস্মিত হইলেন, এবং লজ্জাবনত বদনে কহিতে লাগিলেন, রাজন্। আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি, আপনার সহিত সম্বন্ধবন্ধনে লিপ্ত হওয়া আমার চিরপ্রার্থিত তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি দুর্ভাগ্যের উৎপীড়নে রাজশ্রীকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়া, তপস্বি-বেশে বনবাসী হইয়াছি। আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মী রাজ্যলক্ষ্মীকে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। আমি এ অবস্থায়, আমার গৃহলক্ষ্মীর কঠোর ব্রতের ফল, এক মাত্র পুত্র, সত্যবানকে, সঙ্গে রাখিয়া বনবাসেও, তৃপ্তিসাধন করিতেছি। এক্ষণে আমরা বনবাসী ও তপস্বী, পর্ণ কুটীর আমাদিগের বাসভবন, পর্ণ শয্যায় শয়ন, অনায়াসলভ্য ফল মূলে জীবন ধারণ করিয়া কাল যাপন করিতেছি। সাবিত্রী রাজকন্যা, রাজ সেবা তাঁহার জীবনের একমাত্র উপভোগ্য, আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে, এই আশ্রয়হীন বনবাসীর পুত্রকে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতেছেন?

মহারাজ অশ্বপতি, রাজর্ষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন, এবং বিনয় বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, মহাত্মন্! বিশ্বস্রষ্টার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, উৎপত্তি, বিনাস সুখ, দুঃখ, প্রভৃতি যাহা মনুষ্য জীবনে অহরহ বিদ্যমান থাকিয়া, কখনও সুখ, কখনও দুঃখ, প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু কাহার ভাগ্যে কখন্ কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? সাবিত্রী, সত্যবানে আত্ম সমর্পণ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; সত্যবান্ বনবাসী ও তপস্বী; রাজকন্যা-সাবিত্রীর পরিণয় তাহার সহিত কোনরূপেই সম্ভবিতে পারে না, ইহা সত্য কিন্তু এক জনের হৃদয়োদ্ভূত পবিত্র ভাবে বঞ্চিত করা, আমাদিগের কোন মতেই উচিত হইতেছে না। সাবিত্রী ও সত্যবানের জীবন বৃত্তের অন্তঃরালে বিশ্ব-স্রষ্টার কি অনুপম কীর্ত্তি অদৃশ্য ভাবে, বিরাজ করিতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া, সত্যবানের পরিণয়ার্থে অনুমোদন করিলে, আমি তাঁহাকে যথাবিধানে কন্যা সম্প্রদান করিয়া, গৃহে গমন করি।

রাজর্ষি, মহারাজ অশ্বপতির এই বিনয়োক্তি শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমার চিরবাঞ্ছা, আপনার সহিত সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করি, কিন্তু বিধির বিড়ম্বনে আমার সে আশাকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে অসমর্থ হইয়া, মুনি ঋষি, ও রাজর্ষিগণের সহবাসে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছি। আপনি যে আমার এই হীন অবস্থায় ঘৃণা প্রদর্শন না করিয়া, শ্রদ্ধা সহকারে এই কুটীর দ্বারে আগমন করিয়াছেন, আমি

তাহাতেই অতি আনন্দিত হইলাম; আর সাবিত্রী যে আমার পুত্রবধূ হইবেন ইহাও আমার সৌভাগ্য।

মহারাজ অশ্বপতি, রাজর্ষির মনোভিলাষ অবগত হইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এবং সত্যবানের মাতা পিতার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, আশ্রম বাসী, মুনি ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে, আনয়ন করিয়া, তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে কহিলেন; আপনারা সানুকূল বাক্যে অনুজ্ঞা প্রদর্শন করিলে আমি রাজর্ষি কুমার সত্যবানকে কন্যা সম্প্রদান করি। বনবাসী মুনিঋষিগণ মহারাজ অশ্বপতির বিনয় বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, সকলেই এক বাক্যে কহিলেন; আমরা সত্যবানের এই শুভ পরিণয়ে অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি নবদম্পতির দীর্ঘজীবন হউক, এক্ষণে আপনি সাবিত্রীকে রাজর্ষি কুমার সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিতে পারেন।

মহারাজ অশ্বপতি, বনবাসী ব্রাহ্মণগণের অনুমতি পাইয়া, সাবিত্রীকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া, মনের আনন্দে সত্যবানকে সম্প্রদান করিলেন। বনবাসী সকলে রাজার এই সদ্ব্যবহার দর্শনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং সাবিত্রী-সত্যবানকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহারা রাজা ও রাজর্ষির নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপন আপন আশ্রয়াভিমুখে গমন করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি স্বীয় কন্যা সাবিত্রীকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি প্রিয়াচরণ দ্বারা সকল সময়ে যেমন আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে সেইরূপ সত্যবানের বৃদ্ধ মাতা ও পিতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, তাঁহাদিগের সন্তোষ

সাধন করিবে। রাজা সাবিত্রীকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, রাজর্ষি দ্যুমৎসেন ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী শৈব্যাকে বিনয় বাক্যে কহিলেন, সত্যবান্ আপনাদের পুত্র, সাবিত্রী—পুত্রবধূ; আমি সাবিত্রীকে আপনাদিগের পরিচর্য্যার্থে অর্পণ করিতেছি; নব-দম্পতিকে সস্নেহে প্রতিপালন করিবেন। এই বলিয়া, সকলের নিকট সাম্নুনয় বিনয়প্রার্থনা করিয়া, স্বজনবর্গ সমভিব্যাহারে তিনি গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

সাবিত্রী পিতার গৃহ গমনে কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখিত হইলেন না, বরং সুসন্তুষ্টচিত্তে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সত্যবানের মাতা ও পিতা সাবিত্রীকৃত পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া, অতুল আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইতে লাগিলেন। সাবিত্রী বনবাসিনী মুনি কন্যা-দিগের বেশ, ভূষা ও নিত্যব্রতানুষ্ঠান দেখিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং ধর্ম্ম যে, মনুষ্য মাত্রেরই আবাধ্য, তাহা মনে মনে চিন্তা করিয়া, পিতৃদত্ত বসন ও ভূষণ গাত্র হইতে উন্মোচন করিলেন। এবং মুনিকন্যাদিগের ন্যায় বৃক্ষ-বল্কল ও ফুল-মৃণালে সজ্জিত হইয়া, বনদেবীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সত্যবানের মাতা, প্রাণসমা প্রিয়পুত্রবধূকে ঐরূপ সজ্জায় বিভূষিতা দেখিয়া, দুঃখিত মনে সজল নয়নে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ সাবিত্রি! বহুমূল্য অলঙ্কার অপেক্ষা, অনায়াস লভ্য ফুল ও মৃণালের-শোভা কি এতই মনোরম? দুঃখীর প্রাণে কি সুখের চিহ্ন উপলব্ধি করিতে নাই। হায়! বিধির কি বিড়ম্বনা। কাল-চক্রের গতিভেদে এ পাপ জীবনে

সকলই সহ্য করিতে হইল। আমি রাজকন্যা, রাজকুলের বধূ; আজ, আমি মনের আনন্দে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রজাপুঞ্জের দৈনন্দিন রাজধ্বনিতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিব; আর অন্তঃপুরবাসী ব্যক্তিবর্গ আমাকে রাজমাতা বলিয়া সম্ভাষণ করিবেন; আমি সেই কর্ণপরিতৃপ্তকর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদের আশানুরূপ প্রার্থনা পূরণ করিব, এই আশা বহুকাল হইতে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু হায়! তাহা পূর্ণ হইল না।

আমি সেই সত্যবানের মাতা; আমি সত্যবানকে ব্যায়ামে বা নবোদিত মার্ত্তণ্ড-তাপেতাপিত দেখিলে, দুঃখশান্তিকর সেবকগণদ্বারা, তাহার শ্রান্তি দূর করাইয়া, আমার চিন্তাকুল চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতাম। যাহাকে মনোহর সাজে সজ্জিত করিয়াও আমার, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইত না; আজ বিধির বিড়ম্বনায় সেই পুত্রকে জটাভাবে সজ্জিত করতঃ, কেবল তাহার অমৃতময় মাতৃ সম্বোধনে পরিতৃপ্ত হইয়া, সকল দুঃখের অবসান করিতেছি। দাস দাসীগণ যে পুত্রের পরিচর্য্যা করিত, দুর্ভাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, সেই পুত্রকে আমাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিতে হইয়াছে। হায়! মনুষ্যজীবনে ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। আমাদিগের হৃদয় পাষাণময়, নচেৎ তাহার কপোলদেশে পরিশ্রমের চিহ্ন ঘর্ম্ম বিন্দু দেখিয়া, এই পাপ প্রাণ এখনও বহির্গত হইতেছে না কেন? কি করিব, সকলই অদৃষ্টের লিখন, বিশ্বপতি বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়ম, কেহই খণ্ডন করিতে পারে না! আমরা দুঃখী, বনবাসী ও তপস্বী মহারাজ

অশ্বপতি তোমাকে নানাবিধ মনোহর সাজে সজ্জিত করিয়া, সত্যবানে সমর্পণ পূর্ব্বক গৃহে গমন করিয়াছেন। আমি তোমার সেই রাজদত্ত মনোমোহন বেশ পরিদর্শন করিয়া, বনবাসের ক্লেশ ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া, সত্যবানকে নরভূপতি বলিয়া, মনে মনে অতুল আনন্দ অনুভব করিতাম। কিন্তু এক্ষণে রাজদত্ত বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া, মুনিকন্যা-দিগের ন্যায়, তোমাকে বৃক্ষবল্কলে ও মৃণালবলয়ে সজ্জিত দেখিয়া, আমার সে সকল বিস্ময়জনক ভাব দুঃখে পরিণত হইতেছে।

সাবিত্রী, শাশুড়ীর এই খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া, বিনীত ভাবে কহিলেন, মাতঃ! আপনি আমাকে অঙ্গের আভরণ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন; কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে পতিই একমাত্র উৎকৃষ্ট ভূষণ; যিনি আন্তরিক যত্ন সহকারে ভক্তি উপহার দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন, তিনিই স্ত্রী-কুলের অগ্রগণ্য ও মান্য। তাঁহার নারী জন্ম গ্রহণ করা সার্থক; পতিব্রতার সে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে, পরি-দৃশ্য পদার্থের সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। আপনি আমাকে এইরূপ হীনাবস্থ দেখিয়া বৃথা রোদন করি-তেছেন কেন? পতিই স্ত্রী জাতির জীবন, আমি পতিব্রতা ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, এই বনজাত লতা ও পুষ্পের অলঙ্কার ধারণ করিয়াছি। সত্যবানের মাতা পুত্রবধূর এই সকল বাক্য শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, এবং তাঁহার মুখ-চুম্বন করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আমি তোমার পতিপরায়ণ-

তা সন্দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি; তোমরা দীর্ঘায়ুঃ হইয়া পরম সুখে কাল যাপন কর; এই মাত্র বলিয়া নিরস্ত হইলেন। সাবিত্রী গৃহকার্য্য সমাধান্তে, যথা সময়ে শ্বশুর শাশুড়ীর যথাবিধ পরিচর্য্যা করিলেন, এবং পূজোপকরণাদি যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, আর্য্যপুত্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, প্রিয় সম্ভাষণে তাঁহার সন্তোষ সাধন করিলেন। পরে মুনিকন্যাদিগের সহগামিনী হইয়া তপশ্চরণ প্রভৃতি নিত্যব্রতে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দেবর্ষি নারদের হৃদয় বিদারক বাক্যে তাঁহার শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল। প্রিয়-পতির জীবনকাল শেষ হইতে, আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; আমি কি উপায়ে তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়া, পতি-ব্রতাধর্ম্ম প্রতিপালন করিব; অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ, এই পরি-ণয়ের প্রারম্ভে আর্য্য পুত্রকে অল্পায়ুঃ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছিলেন; কিন্তু শেষে আমার মানসিক ইচ্ছা ও দৃঢ় ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, "পতিব্রতা ও পুত্রবতী হও," এই আশীর্ব্বাদ করিয়া, বিবাহে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। মহর্ষি নারদ, ত্রিকাল বেত্তা ও সত্যপথাশ্রয়ী, দেবলোকের আদর্শ, এরূপ ধর্ম্মপরায়ণ ধার্ম্মিকের বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না। সাবিত্রী ঋষিবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া অনশনে ধর্ম্মের আরাধনা করিতে লাগি-লেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, দিনত্রয় অতীত না হইলে প্রাণবল্লভের সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না। দেখিব ধর্ম্মের

জয়, কি পরাজয় হয়। তিনি মনে মনে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া, সকল সময় ছায়ার ন্যায় সত্যবানের সঙ্গে, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিনত্রয় অতিবাহিত হইলে, সত্যবানের মাতা, সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মাতঃ! অনশনে তোমার মুখপদ্মের শশাঙ্ক বিনিন্দিত শোভাকে হীনপ্রভ দেখিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। অতএব কথঞ্চিৎ আহার করিয়া, শরীরের ক্লান্তি দূর কর।

সাবিত্রী, আর্য্যার এই সস্নেহ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! আপনি আমাকে ক্লিষ্ট দেখিয়া দুঃখ অনুভব করিবেন না। আমি আর্য্যপুত্রের মঙ্গল কামনায় এই অনশনব্রত অবলম্বন করিয়াছি। আর এক দিন অতিবাহিত হইলে আমার মনোজ্ঞ ব্রতের উদ্যাপন হইবে। আপনাদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া, সে ব্রতে নিবৃত্ত হইলে আমাকে ইহকালে দুঃখভোগ ও পরকালে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তাঁহারা সাবিত্রীর এই অকৃত্রিম পতিভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, স্নেহ-পরতন্ত্র হইয়া, একজনের হৃদয়গত ধর্ম্ম-ভাবকে নিবৃত্ত করিয়া, সুখ সচ্ছন্দতার প্রলোভনে মোহিত করা, কোন মতে উচিত নহে। ইহাতে একের বিঘ্ন জন্মাইয়া, অপরের উৎপত্তিতে পাপস্পর্শ হইতে পারে। এই ভাবিয়া তাঁহারা নিরস্ত হইলেন।

সাবিত্রী যথা নিয়মে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া শ্বশুর ও শাশুড়ীর শুশ্রূষান্তে মুনিঋষিগণের পদ বন্দনা পূর্ব্বক ভর্ত্তৃ-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রিয়াচরণদ্বারা তাঁহার সন্তোষসাধন

করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রণয়োদ্ভূত পবিত্র আনন্দে সত্য-বানের হৃদয় যেরূপ আনন্দিত হইতেছিল; সাবিত্রীর হৃদয়, সে আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। দেবর্ষি নারদের বাক্যে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে সত্য, কিন্তু প্রাণবল্লভের তুষ্টি সাধনের জন্য মনের দুঃখ মনোমধ্যেই বিলীন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান, সাবিত্রী কৃত পরিচর্য্যা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়া, মনের আনন্দে কুঠার স্কন্ধে করিয়া বনে বহির্গত হইলেন এবং সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে! তুমি সাবধানে মাতা পিতার পরিচর্য্যা করিও, আমি ফল মূল ও কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন্য বনে গমন করিলাম। সাবিত্রী সত্যবানকে বন গমনে উদ্যত দেখিয়া, প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন নাথ! আমি যে ব্রতে দীক্ষিত আছি, তাহার তিন দিবস অতীত হইয়াছে; আর একদিন অতিবাহিত হইলে আমার সে ব্রত উদ্যাপন হইবে। ব্রত উদ্যাপন না হইলে, আপনাকে একাকী কোন স্থানে গমন করিতে নাই; যদি গুরুজনের পরিচর্য্যার জন্য বনগমনের প্রধান উদ্দেশ্য হয়; তাহা হইলে আমিও আপনার সহিত গমন করিব। সত্যবান্ সাবিত্রীর, স্ত্রীজাতি বিগর্হিত অসীম সাহস-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে মনে মনে চিন্তা করিয়া, মৃদু মধুস্বরে সাবিত্রীকে কহিলেন প্রিয়ে! তোমরা স্ত্রীজাতি, গৃহাশ্রমের বিরল বাসও, সময়ে তোমাদিগের পক্ষে ক্লেশকর হইয়া উঠে। বন অতি ভয়ঙ্কর স্থান। দিবাচর, নিশাচর, হিংস্র জন্তুর ক্রীড়াভূমি।

তাহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিলে, তোমাদিগের ভয়বিহ্বল-হৃদয়ে, নানারূপ বিপৎপাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; বিশেষতঃ এখন গ্রীষ্মকাল, মধ্যাহ্নকালের প্রখর-মার্ত্তণ্ড-তাপে বনভূমি পরিতাপিত হইয়া, অতিশয় ক্লেশ প্রদান করে। আর বালুকা রাশি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উড্ডীয়মান হইতেছে, সে সকল ক্লেশ তোমার অসহনীয় হইবে। আর ব্রত রক্ষা হেতু তোমার শরীর যেরূপ দুর্ব্বল হইয়াছে, আমার সহিত পদব্রজে ভ্রমণ করিলে তোমার ক্লেশ আরও অধিক হইবে। অতএব তোমাকে নিষেধ করিতেছি, আমার সহিত বনে গমন করিও না। সাবিত্রী, সত্যবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃখিত ভাবে কহিলেন নাথ! পতিই স্ত্রীজাতীর গতিমুক্তি ও রক্ষাকর্ত্তা। অতএব স্ত্রীর কর্ত্তব্য, কি সুখের কি দুঃখের অবস্থা, সকল সময়েই পতিকে ভক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিবে, ইহাই স্ত্রীজাতির পতিব্রতা ধর্ম্ম। আমি সেই ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার সহিত বনে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমি অনাহারে আপনার সহিত ভ্রমণ করিলে, অতিশয় ক্লিষ্ট হইব তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি যখন বন ভ্রমণে অতিশয় ক্লান্ত হইবেন, তখন আমি দাসীর ন্যায় আপনার সেই ক্লেশের শান্তি করিয়া, যে অনুপম সুখ অনুভব করিব, সে সুখের সহিত তুলনা করিলে, এ ক্লেশ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে। আপনি গুরুভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া বনে গমন করিতেছেন; আমি পতিভক্তি পরম ধর্ম্ম জানিয়া, আপনার অনুগমন করিতেছি। দেখুন, পুরুষের ধর্ম্মোপার্জ্জন অনাহত ও শত

প্রসাবিত; স্ত্রীজাতিব পক্ষে পতিব প্রতি ভক্তি ও কায় মনে তাঁহাব মঙ্গল চিন্তা পবম ধর্ম্ম বলিয়া পবিগণিত। আপনি আমাব সেই সৎ ইচ্ছাকে নিবস্ত করিয়া একাকী বনে গমন করিবেন না। সত্যবান্, সাবিত্রীব এই সকল উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ কবিযা অতিশয সন্তুষ্ট হইলেন; এবং হাস্যমুখে কহিলেন, প্রিযে! আমাব সহিত বনে গমন কবিতে তোমাব যেরূপ ইচ্ছা হইয়াছে, তাহা পূর্ণ কবা, প্রিয জনেব অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাব সন্দেহ নাই,, কিন্তু বৃদ্ধ মাতা পিতাব দৈবাৎ কোন বিষযেব অসদ্ভাব প্রযুক্ত, নানাবিধ ক্ষোভের কাবণ উপস্থিত হইতে পাবে, অতএব তাঁহাদিগেব অনুমতি ব্যতিরেকে তোমাকে বনেব সঙ্গিনী কবিতে পাবিব না।

সাবিত্রী, সত্যবানেব অনুকূল বাক্য শ্রবণ কবিযা, যেখানে আর্য্যগণ অবস্থিতি কবিতেছেন, তিনি সহর্ষে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদিগেব চবণে প্রণাম কবিযা, কৃতাঞ্জলিপুটে, বিনয বাক্যে কহিতে লাগিলেন, দেব! আর্য্যপুত্র, গুরুভক্তি পবাযণ; আপনাদিগেব তৃপ্তিসাধন কবাই তাঁহাব জীবনেব মুখ্যোদ্দেশ্য; এজন্য বনে ফল মূল ও কাষ্ঠাদি আহবণ কবিতে গমন কবিতেছেন। আপনাদিগেব অনুমতি প্রাপ্ত হইলে আমিও তাঁহার অনুগমন কবি। বাজর্ষি সাবিত্রীকে কহিলেন, মাতঃ! সত্যবান্ বনে গমন কবিতেছেন, এজন্য তুমিও তাহাব অনুগমন কবিবে! স্বামী ও স্ত্রী একাঙ্গ ও একাত্মা, একেব অভাবজন্য অন্যেব সমূহ মনোবেদনা হইতে পাবে, তাহাব সন্দেহ নাই,, কিন্তু তুমি বাজকন্যা, বন ভ্রমণেব ক্লেশ তোমাব অসহ্য হইবে,

অতএব তুমি বনে গমন করিও না। সাবিত্রী রাজর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিষণ্ণ বদনে দণ্ডায়মান থাকিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সত্যবানের মাতা পুত্রবধূকে ম্লানমুখী দেখিয়া, রাজর্ষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; সাবিত্রী রাজকন্যা, তাঁহার বনে গমন অতিশয় ক্লেশকর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সাবিত্রী যে পর্য্যন্ত আমাদিগের পুত্রবধূ হইয়াছেন, তদবধি তিনি আমাদিগের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করেন নাই। অতএব তাঁহাকে সত্যবানের সহিত বন গমনে অনুমতি প্রদান করা আমাদিগের উচিত হইতেছে। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন, সত্যবানের জননীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ সাবিত্রি। তুমি পতিভক্তির বশবর্ত্তী হইয়া যেমন বনে গমন করিতেছ, তেমনি উভয়ে উভয়ের মঙ্গল কামনা করিবে, এই আমাদিগের ইচ্ছা। সত্যবান্ আমাদের এক পুত্র, তুমি পুত্রবধূ; তোমাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা আমাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য; এক্ষণে বিধির বিড়ম্বনে সকল কষ্টই সহ্য করিতে হইতেছে।

পতিপ্রাণা সাবিত্রী, শ্বশুর ও শাশুড়ীর অনুকম্পাসূচক বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ত্বরিত গমনে সত্যবানের নিকটবর্ত্তী হইয়া, উভয়ে পরমানন্দে কথা প্রসঙ্গে বনে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী স্বামীর সহগমনে যেমন আনন্দিতা হইলেন, কিন্তু দেবর্ষি নারদের বাক্য মনে করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর দুঃখিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার মনোমালিন্য হেতু সত্যবানের মনোবিকার উপস্থিত হয়, এজন্য তিনি অতি কষ্টে মনের দুঃখ

মনোমধ্যে বিলীন করিয়া, উভয়ে সহাস্য বদনে একসঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা বন মধ্যে উপস্থিত হইলে, সত্যবান্ সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া, চতুর্দ্দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেখ প্রিয়ে! ঐ যে বনস্পতি নিচয় নব পল্লবে সুশোভিত হইয়া, কেমন মনোহর শোভা বিস্তার করিতেছে; ঐ বৃক্ষের তল কেমন শীতল, চল উহার ছায়ায় গিয়া বসি। মার্ত্তণ্ডতাপে পরিতাপিত মৃগকুল বনবিহারে বিরত হইয়া, ঐ বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া রোমন্থন করিতেছে; আর মৃগ শাবকগণ নৃত্য করিতে করিতে মাতৃ মুখ লেহন করিয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। ঐ দেখ, মুনি বালকগণ হোম ধেনুর উৎপীড়নে ক্রোধান্বিত হইয়া উদ্ভ্রান্ত দণ্ড দ্বারা তাহাদিগকে তাড়না করিতেছেন। আর কমণ্ডলু হস্তে মুনি কন্যাগণ সরোবর হইতে জল আনয়ন পূর্ব্বক, লতাকুঞ্জের আলবালে জল সেচন করিতেছেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ এই পরিদৃশ্যমান সুখে সময় অতিবাহিত করিয়া, বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্য মনে করিয়া পতির মৃত্যুদিন সমাগত হইতেছে দেখিয়া, বিষাদিত মনে তাঁহার সহিত গমন করিতে করিতে তাঁহাকে হতজীবন মনে করিয়া, একদৃষ্টে তাঁহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বনমধ্যে গমন করিয়া সত্যবান্ সাবিত্রীকে কহিলেন, প্রিয়ে! পথশ্রান্তে তোমার মুখপদ্মের অনিন্দিত শোভা বিলুপ্ত হইয়া, কেবল দুঃখের চিহ্ন মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে। সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! পতিই স্ত্রীজাতির

সকল সুখের আধার, আমি যখন আপনার সহিত ভ্রমণ করিতেছি, তখন আমার কোন সুখেরই অসদ্ভাব হইতেছে না। আপনি রাজপুত্র, রাজভোগে আপনাকে জীবন যাপন করিতে দেখিলে, আমার মনে যেরূপ আনন্দের উদয় হইত, তৎপরিবর্ত্তে আজ আপনাকে কুঠার হস্তে বনে বনে কাষ্ঠাহরণ করিতে দেখিয়াও কি আমার মনে সেইরূপ সুখের উদয় হইবে? তাহা কখনই নহে। বরং আপনার অবস্থান্তর দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কি করিব, জগৎপাতা ঈশ্বরের কার্য্য কেহই খণ্ডন করিতে পারে না, এ নিমিত্ত মনুষ্যের যখন যে অবস্থা উপস্থিত হইবে, তখন সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এই বলিয়া সাবিত্রী নিবস্ত হইলেন। সত্যবান্ সাবিত্রীর এই সকল বাক্য শুনিয়া, বিষণ্ণ বদনে কহিলেন, প্রিয়ে! মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত হইয়াছে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাতা ও পিতার সন্নিধানে উপস্থিত না হইলে, তাঁহারা অতিশয় চিন্তিত হইবেন, অতএব আইস, আমরা ত্বরান্বিত হইয়া, বনে ফল মূল আহরণ করি। এই বলিয়া উভয়ে বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এবং বনজাত ফল মূলে স্থালী পূর্ণ করতঃ সত্যবান্ সাবিত্রীকে এক বৃক্ষমূলে বসিতে আদেশ প্রদান করিয়া, আপনি কাষ্ঠাহরণ জন্য এক বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। তিনি কাষ্ঠচ্ছেদন করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া, অনর্গল ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। সত্যবান্, শরীরের বিকৃত অবস্থা দেখিয়া, বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; এবং বিকৃত স্বরে ক্ষুণ্ণ মনে ধীরে ধীরে সাবিত্রী সন্নিধানে আসিয়া কহিলেন,

প্রিয়ে! বৃক্ষ আরোহণ হেতু ক্লেশে আমার সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইতেছে; যন্ত্রণায় মস্তক নত হইতেছে; পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে। এ অবস্থায় কিছু কাল নিদ্রাই প্রার্থনীয়।

সাবিত্রী স্বামীর ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট করাইলেন। সাবিত্রী সত্যবানকে চঞ্চলচিত্ত দেখিয়া, তাঁহার শরীরের সুস্থতা সম্পাদন জন্য, তাঁহার মস্তক আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া, অতিযত্নে তাঁহার গাত্রে অঞ্চল ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শান্তিবোধ হইল না, বরং যন্ত্রণার আধিক্য বশতঃ সত্যবানের সর্ব্বশরীর অবসন্ন, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া ক্রমে চক্ষুদ্বয় অর্দ্ধ নিমীলিত হইয়া আসিল এবং ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তখন সাবিত্রী স্বামীর এই মুমূর্ষু অবস্থা অবলোকন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকের মন অতি-কোমল; সামান্য কারণে মনোবিকার প্রাপ্ত হইয়া চক্ষুর জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যায়। সাবিত্রী অতি বুদ্ধিমতি, স্বামীর এই বিকৃতাবস্থা অবলোকন করিয়াও মনের দুঃখ মন মধ্যে বিলীন করিলেন, এবং এই জনশূন্য অরণ্য মধ্যে কি উপায়ে নাথের প্রাণ রক্ষা করিব, মনের একাগ্রতা সহকারে কেবল সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবর্ষি নারদ, এক বৎসর সত্যবানের জীবন-কাল নির্দ্দেশ করিয়া, পিতৃ সমক্ষে সুভোদ্বাহে বাধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন; আবার তিনিই অনুকম্পা পুরঃসর সত্যবানের দীর্ঘজীবন ও তাঁহার ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে

এই বর প্রদান করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিকের বাক্য কখনও মিথ্যা নহে; সাবিত্রী এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, অকৃত্রিম পতি ভক্তির প্রভাবে মৃতকল্প পতিকে ক্রোড়ে করিয়া, কেবল মহামুনি নারদের বাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। শোকের অনিবার্য্যতা হেতু স্বামীর মনোবিকার উপস্থিত হয়, এজন্য তিনি মনের দুঃখ মনোমধ্যে বিলীন করিয়া, সহাস্য বদনে সত্যবানকে নানাবিধ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। সত্যবান তাঁহার বাক্যের উত্তর দানে অসমর্থ হইয়া, এক দৃষ্টে তাঁহার মুখ চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সাবিত্রী, কি উপায়ে প্রাণবল্লভের প্রাণ রক্ষা করিব, মনে মনে কেবল এই চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে দক্ষিণ দিক হইতে মানবগণের কলধ্বনি তাঁহার শ্রবণ গোচর হইল। তিনি তচ্ছ্রবণে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। যেমন জলধিগর্ভে, জলমগ্ন ব্যক্তি ভাসমান কাষ্ঠফলক প্রাপ্ত হইলে, "হৃত জীবনের উদ্ধার সাধন করিব," এই ইচ্ছা তাহার মনোমধ্যে যেরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়; সাবিত্রীও আগন্তুক ব্যক্তিদিগের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া "তাঁহাদিকের সাহায্য গ্রহণে, মুমূর্ষাপন্ন পতির প্রাণ রক্ষা করিব," এই আশ্বাসে, আশ্বাসিত হইয়া, আগন্তুকদিগের আশাপথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি অদূরে দেখিতে পাইলেন, এক তেজস্বী শ্যামবর্ণ পুরুষ, রক্তবাস পরিধান পূর্ব্বক, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় আগমন করিতেছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী অনুচর বর্গের ভাব ভঙ্গিতে স্পষ্টই অনুভব হইতে লাগিল, অমানুষিক নৃশংসবৃত্তিই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। সাবিত্রী অনন্যোপায় হইয়া একদৃষ্টে

তাহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহারা ভ্রুকুটি ভঙ্গী করিতে করিতে মহানন্দে, যেখানে সাবিত্রী মৃতপ্রায় পতিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন; দূতগণসহ তিনি সত্বর গমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাবিত্রী তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন! আপনারা কে? আপনাদের অমানুষিক আকৃতি দেখিয়া আমার মনে নানা সংশয় উপস্থিত হইতেছে। আমি অবলা স্ত্রী জাতি; পতির সঙ্গে বন গমন করিয়া, এইরূপ বিপন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আপনাদের আগমনে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনারা আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া, আমার পতির জীবন রক্ষার্থে কথঞ্চিৎ সাহায্য করিলে পরমোপকৃত হইব। তখন সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ সাবিত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, রাজকন্যে! তুমি আমাকে দেখিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেছ? আমি যম, তোমার প্রিয়পতি সত্যবানের জীবনকাল শেষ হওয়াতে, দূতগণ সমভিব্যাহারে উহাকে লইতে আসিয়াছি; এক্ষণে তুমি, তোমার পতির দেহ পরিত্যাগ করিলে, আমরা উহাকে লইয়া প্রস্থান করিতে পারি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।



সাবিত্রী, যমরাজের এই হৃদয় বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া সাশ্রুনয়নে কৃতাঞ্জলি পুটে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্। ঈদৃশ সাধু বিগর্হিত কার্য্যে আপনাকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি শুনিয়াছি, মানবগণের পরমায়ুঃ শেষ হইলে, ভবদীয় কিঙ্করেরা আসিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম সমন্বিত জীবাত্মাকে আপনার সন্নিধানে লইয়া যায়, আপনি তাহাদিগের ইহজন্মার্জ্জিত সুকৃতি দুষ্কৃতির অনুরূপ বিচার করিয়া থাকেন;

কিন্তু আপনি অনুচরজনোচিত কার্য্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়াছি। যম, সাবিত্রীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে শুভে! সত্যবান পরম ধার্ম্মিক, ও গুণ সাগর; আর তুমিও পতিব্রতা, এতাদৃশ সাধুব্রত পবিত্রাত্মা সত্যবান অনুচর কর্ত্তৃক বাহিত হইলে, সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যকে কলঙ্কিত করা হয়; এজন্য আমি স্বয়ং আসিয়াছি।

সাবিত্রী যমরাজের এই হৃদয়স্পর্শী বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকে হতজ্ঞান হইয়া, স্থিরদৃষ্টে স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন; চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রেতপতি, আদর্শসতী সাবিত্রীকে শোকে ও দুঃখে অভিভূত দেখিয়া, প্রবোধ বাক্যে কহিলেন; বৎসে! তুমি শোকে বিমোহিত হইয়া, বৃথা রোদন করিও না। বিশ্বপতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মানুসারে জন্ম হইলেই মৃত্যু, সুখান্তে দুঃখ বা দুঃখান্তে সুখ, ইহা নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। সত্যবান রাজপুত্র হইয়া, বনবাসী ও সন্ন্যাসী; তুমি যখন রাজকন্যা হইয়া, সেই বনবাসী সন্ন্যাসীকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তখন এই দৃশ্যমান কার্য্যের উপদেশ পাইয়াও, সত্যবানের অকাল মৃত্যুতে অনর্থক রোদন করিতেছ কেন? জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিয়ম কেহই খণ্ডন করিতে পারে না। এজন্য তোমায় নিরস্ত করিতেছি; সত্যবানের দেহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কর। ধর্ম্মরাজ, সাবিত্রীকে এই সকল প্রবোধবাক্য বলিয়া সত্যবানের দেহাভ্যন্তর হইতে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ পরমাত্মাকে লইয়া, স্বানুচরসহ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে

লাগিলেন। তখন সত্যবানের দেহ স্পন্দহীন ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল, পঞ্চভূতময় দেহ তন্মাত্রে পরিণত হইল। ব্রতসিদ্ধা সাবিত্রী, পতির এই রূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি উচ্ছ্বসিত শোকাবেগের সংবরণ করিয়া, ধৈর্য্য সহকারে চিন্তা করিতে লাগিলেন; দেবর্ষি নারদ 'সত্যবানের দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হউক' এই বলিয়া বিবাহে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং বনবাসি-তপস্বিগণ, আমার ব্রতানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া, 'তুমি পতিব্রতা ও পুত্রবতী হও' এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যবানের জীবননাশ দেখিয়া, হতাশ্বাসে গৃহে গমন করা কোন মতেই উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া তিনি সত্যবানের দেহপরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে যমরাজের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। পিতৃপতি, সাবিত্রী শোকে ও দুঃখে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতেছেন, দেখিয়া, প্রিয়বাক্যে কহিলেন অয়ি সাধুশীলে মুগ্ধে! তুমি বৃথা শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া, আমার পশ্চাৎ গমন করিতেছ কেন? কাহারও কোন বস্তু দস্যু কর্ত্তৃক একবার অপহৃত হইলে, অনুনয় বিনয় দ্বারা কি তাহার উদ্ধার সাধন হয়? মৃত্যু বিশ্ব স্রষ্টার এক অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কোন প্রাণীর প্রাণবায়ু একবার নিঃসারণ হইলে, তাঁহার আত্মীয়গণের শোকে ও দুঃখে সেই মৃত ব্যক্তির জীবন লাভ কখনও হয় না। তুমি স্ত্রী জাতি, পতি শোকে বিকলাত্মা হইয়া বৃথা রোদন করিতেছ; গৃহে গমন করিয়া, তোমার প্রিয়পতির ঔর্দ্ধদৈহিক

কার্য্য সম্পন্ন কর, তিনি তোমার সদনুষ্ঠানে পরিতৃপ্ত হইয়া, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবেন। যমরাজ সাবিত্রীকে এই উপদেশ প্রদান করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী, যমরাজের এই নিদারুণবাক্য শ্রবণ করিয়া, পতি-বিয়োগ-শোকের অনিবার্য্যতা হেতু অবিরল ধারায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং যমরাজের নৃশংস আচরণ দৃষ্টে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পিতৃপতি! আপনি আমার পতির জীবন লইয়া গমন করিতেছেন; আমি তাঁহার উদ্ধার বাসনায় আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছি; লোকে আপনাকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে মনুষ্য জাতির পাপ, পুণ্য, সকলই আপনাতে বর্ত্তমান। আমি স্ত্রী জাতি, আমার নিত্যব্রত পুণ্য কার্য্য এক মাত্র পতি সেবা: তিনি আমার সদাচরণে সন্তুষ্ট হইলে আমার মনে যে অনুপম আনন্দের উদ্রেক হয়, সেই আনন্দই মদীয় ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রশস্ত উপায়, পতি ভক্তি ভিন্ন স্ত্রী জাতির অন্য কার্য্যকলাপ কেবল লৌকিক ধর্ম্ম, যদি আমার কার্য্যের দ্বারা তাঁহার মুক্তি লাভ হইত তাহা হইলে এজগতে কোন ব্যক্তিই পুত্রার্থে ধর্ম্মের আরাধনা করিত না। পুত্রহীন ব্যক্তিরও মুক্তির সম্ভাবনা অতি বিরল, আপনি স্বয়ং ধর্ম্ম, জ্ঞানহীনা অবলাকে প্রবোধিত বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া অন্তর্হিত হইবেন না।

যম সাবিত্রীর হৃদয়োদ্ভূত দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নৃপনন্দিনি! তুমি পতি শোকে অভিভূত হইয়া আমার পশ্চাৎ গমন করিতেছ, মনুষ্য মাত্রেরই প্রাণ একবার

নির্গত হইলে, হনন কর্ত্তা তাহার আত্মীয়গণের খেদোক্তিতে, দুঃখিত হন সত্য কিন্তু বিশ্বপতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, সেই প্রাণকে প্রত্যর্পণ করেন না ; এজন্য আমি তোমায় উপদেশ প্রদান করিতেছি, আমার অনুগমনে নিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন কর ; আমি তোমার উপদেশ-পূর্ণ বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ; অতএব তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর প্রার্থনা করিবে আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিব।

সাবিত্রী যমরাজের এইরূপ সদয় বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মন্! লোকে আপনাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য জীবনান্ত কঠোর ব্রত অবলম্বন করে ; আমি স্বামীর মৃত্যুতে আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি ; যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, বর প্রদানে কৃত সঙ্কল্প হইয়া থাকেন, তবে আমার শ্বশুর দৈব নিপীড়নে অন্ধ হইয়াছেন ; চক্ষুই মনুষ্যের পরম ধন, অন্ধ ব্যক্তি এজগতে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সুখই অনুভব করিতে পারেনা ; কেবল পরের মুখ প্রত্যাশা করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করে। এনিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার শ্বশুরের অন্ধত্বের মোচন হইয়া, সচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হন, এই আমার প্রার্থনা! যম সাবিত্রীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, "তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক ; এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ; এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর, আর আমার সহিত গমন করিতে হইবেনা; এই বলিয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সাবিত্রী বিনযবাক্য দ্বাবা তপনাত্মজেব অপ্রতিহত গতিব অববোধ করিয়া কহিলেন হে ধর্ম্মবাজ ! আপনি আমাব প্রিয পতিব জীবন হবণ কবিযা গমন কবিতেছেন এবং আমাকেও প্রলোভনে মুগ্ধ কবিযা গৃহ-গমনেব অনুমতি প্রদান করিলেন কিন্তু আমি ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মগণেব মুখে শুনিয়াছি, বিশ্বস্রষ্টা পবমেশ্বব, পৃথিবীস্থ প্রাণী মাত্রকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি কবিযাছেন : পুরুষ ও স্ত্রী ; পুরুষেবা চতুর্বাশ্রমিক—ধর্ম্ম প্রতিপালন কবিযা, পবমানন্দে জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিবেন , আব স্ত্রীজাতিবা সদা সংসাবের হিতানুষ্ঠান কবিয়া প্রিয়াচবণ দ্বাবা পতিব সন্তোষ-সাধন কবিবে। পতি সেবা ভিন্ন অন্য কার্য্যে ধর্ম্মোপার্জ্জন স্ত্রীজাতির কল্পনা মাত্র , আমি সেই পাতিব্রত্য ধর্ম্মেব বশবর্ত্তী হইযা আপনাব অনুগমন কবিতেছি। আপনাব নিষেধ বাক্যেব বশবর্ত্তী হইযা প্রত্যাগমন কবিলে, আমাকে নিবযগামী হইতে হইবে। অতএব আপনি আর্য্যপুত্রেব আত্মাকে যে স্থানে লইযা যাইবেন, আমি অসন্দিহান চিত্তে তথায গমন কবিব। যমবাজ, সাবিত্রীব এবংবিধ হৃদযগ্রাহী বাক্য শ্রবণ কবিযা অতিশয সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সাবিত্রীকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন, তুমি সাধ্বীসতী ও পতিব্রতা, তোমার শোককাতব করুণ ধ্বনিতে আমাব হৃদয বিদীর্ণ হইতেছে কিন্তু বিশ্বস্রষ্টাব অলঙ্ঘনীয় নিযম "মৃত্যু", আমি তোমাব দুঃখ জনক বাক্যে বিমোহিত হইয়া, মৃত ব্যক্তিব জীবন প্রত্যর্পণ করিতে পাবিব না ; তুমি সত্যবানেব জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কব, আমি তোমাকে অভিষ্ট বর প্রদান কবিযা সন্তুষ্ট করিব।

তুমি আমার সহিত আর গমন করিও না, গৃহে প্রতিগমন কর। সাবিত্রী যমরাজের অনুকূল বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন! যদি দাসীর প্রতি দয়া করিয়া দ্বিতীয় বার বর প্রদানে কৃত নিশ্চয় হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন, যেন আমার শ্বশুর, তাঁহার বিপক্ষ ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া, রাজ্য লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য পালন করেন।

পিতৃপতি, সাবিত্রীর এই অসাধারণ গুরুভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে কহিলেন, মাতঃ সাবিত্রি! তুমি রাজকুলের সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা; তোমার এই ধর্ম্মসঙ্গত প্রার্থনাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। মহারাজ দ্যুমৎসেন, অচিরকাল মধ্যে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন। তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইল, এক্ষণে গৃহে প্রতিগমন কর, আর অধিক দূরে গমন করিলে অতিশয় পরিশ্রান্ত হইবে।

সাবিত্রী যমরাজের কথা প্রসঙ্গে কহিলেন দেব! বিশ্বপতি পরমেশ্বরের অখণ্ডনীয় নিয়ম মৃত্যু, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে, এবং সুখ ভোগী প্রাণীগণের যে ইচ্ছা তাহাও আপনি পূর্ণ করিয়া থাকেন, পাপীর পাপ ও সদাত্মার পুণ্য, সকলই আপনাতে বিদ্যমান; এজন্য সকলই আপনাকে ধর্ম্মনামে অভিহিত করিয়া থাকেন। আর সদাশয় সাধু ব্যক্তিরা পরম শত্রুকেও শরণাপন্ন দেখিলে, দয়া করিয়া থাকেন। রাজর্ষি বৃদ্ধাবস্থায় রাজ্যলক্ষ্মীকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়া, বৃদ্ধামহিষী ও একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্ম আরাধনার নিমিত্ত সন্ন্যাসী

বেশে বনবাসী হইযাছেন। এখন ধর্ম্মই তাঁহাদিগেব একমাত্র জীবন, অতএব হে ধর্ম্মরাজ। আপনি দযা কবিয়া অন্ধ বাজর্ষিব অন্ধত্ব মোচন ও অপহৃত বাজলক্ষ্মী পুনর্লাভের বব প্রদান কবিযাছেন, কিন্তু তাঁহাদিগেব জীবনেব একমাত্র অবলম্বন পুত্ররত্নকে হবণ কবিযা লইলেন। দেব। নির্ধন ব্যক্তিবা অপত্য স্নেহের বশবর্ত্তী হইযা, শাক অন্নও তৃপ্তিলাভ কবিযা থাকে, আব যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যেব অধিপতি, তাঁহার মনোহব পুষ্পোদ্যান পবিশোভিত অট্টালিকাও একমাত্র পুত্র অভাবে শ্মশানভূমি অপেক্ষাও দুঃখময বলিযা প্রতীত হইযা থাকে। এজন্য আপনাব নিকট প্রার্থনা কবিতেছি যদি তাঁহাদিগেব প্রতি দয়া কবিয়া, সত্যবানেব জীবন দান করেন; তাহা হইলে এই ধবণীমণ্ডলে আপনাব অক্ষয কীর্ত্তি দেদীপ্যমান থাকে।

যম, প্রাণিগণের জীবনের হনন কর্ত্তা, এজন্য তাঁহাকে সকলেই নির্দ্দয় নামে অভিহিত কবিয়া থাকে, কিন্তু তিনি সাবিত্রীব এই সকল দুঃখজনক বাক্য শ্রবণ কবিযা অতিশয সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রীতিপ্রফুল্ল বাক্যে কহিতে লাগিলেন হে শুভে। প্রখর মার্ত্তণ্ড তাপে পবিতাপিত ব্যক্তিব সুশীতল ছায়া যেমন সুখপ্রদ, পিপাসাতুব পথিকেব পক্ষে সুশীতলজল যেমন তৃপ্তিজনক, তদ্রূপ তোমাব এই হৃদযগ্রাহী বাক্যাবলীও অতি আদবনীয়; আমি তোমাব ধর্ম্মার্থ সমন্বিত বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া অতিশয সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু সত্যবানেব জীবন ভিন্ন, যে বব প্রার্থনা কবিবে, তাহাই তোমাকে প্রদান কবিব।

মদ্রবাজদুহিতা, যমবাজেব অনুকূল বাক্যে অতিশয আহ্লা-

ন্দিত হইলেন। এবং প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণ আপনার জীবনের উদ্দেশ্য, আপনি আমার প্রতি দয়া করিয়া বর প্রদান করিবেন। যদি আমার প্রতি আপনার দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার প্রার্থনা এই, আমার পিতা অপুত্রাবস্থায় বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতেছেন, তিনি যেন শত পুত্রের পিতা হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন, এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা, যমরাজ সাবিত্রীর প্রার্থনাতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, তোমার পিতার শত পুত্র হইবে, এক্ষণে তুমি গৃহে গমন কর. কথা-প্রসঙ্গে অধিক দূর পথে আসিয়াছ।

সাবিত্রী, অতিবিস্মিত হইয়া কহিলেন দেব। আপনার প্রদত্ত বরে আমি কৃতার্থ হইলাম তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমার সকল আনন্দের আধার পতির জীবন, আপনি তাহাই হরণ করিয়া লইয়া গমন করিতেছেন; তখন পিতার ঐশ্বর্য্য, আমার পতিহীন জীবনে কখনই সুখজনক বলিয়া বোধ হইবে না; পতির সহবাসে থাকিয়া দিনান্তে মুষ্টি ভিক্ষায় জীবন যাপন করিলে, তাহাও আমার পক্ষে সহস্রগুণে আনন্দ জনক হইবে। হে ধর্ম্মরাজ। এই পৃথিবীতলে স্ত্রী জাতির, পতির সেবা ভিন্ন এমন বস্তু কি আছে যে, তাহার অনুষ্ঠান করিলে লোকে আমাকে সাধ্বীসতী ও পতিব্রতা বলিয়া সম্বোধন করিবে? পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, পতিসেবা ভিন্ন স্ত্রীজাতির পক্ষে আর কিছুই প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। আমি পতির জন্য আপনার সহিত গমন করিতে, কিছু মাত্র ক্লেশ অনুভব করিতেছি না। আপনি আমাকে

ক্লেশকর পথের ভয় প্রদর্শন করিয়া, আমার সেই সদিচ্ছাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন না। আপনি তপন তনয়, ত্রিদিব মণ্ডলী আপনাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আপনার নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-শাসন সকল প্রাণীতেই অপ্রতিহত ভাবে বিরাজ করিতেছে। এজন্য সকলেই আপনাকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া থাকে; আপনাকে প্রাপ্ত হইলে, তাহার ইহকাল ও পরকালে কোন সুখেরই অভাব থাকে না আমি অবলা স্ত্রীজাতি, পতির সঙ্গে গমন করিয়া আপনাকে অনায়াসে প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতে বোধ হইতেছে যে পতিভক্তিতে দেবদুর্লভ ধর্ম্ম সন্দর্শনও দুষ্প্রাপ্য নহে। সৎসঙ্গের গুণ অতি আশ্চর্য্য, আমার পরম সৌভাগ্য, এজন্য আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি এক্ষণে আপনার নানা-রূপ বিভীষিকাময় বাক্যে ভীত হইয়া প্রাণান্তেও আপনাকে পরিত্যাগ করিব না। ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কখনও মিথ্যা হয় না। পিতৃপতি সাবিত্রীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি আমার সহিত অধিক দূরে আগমন করিয়াছ, আরও গমন করিলে অতিশয় ক্লিষ্ট হইবে, অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য বর গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রতিগমন কর।

সাবিত্রী, যমরাজের সদয় বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যাহার, সহায়, তাহার ইহকাল ও পরকালে, কোন সুখেরই অভাব থাকেনা, অধীনীর প্রতি দয়া করিয়া, বরদানে শ্বশুরের অন্ধত্ব মোচন ও স্বরাজ্যে পুনরভ্যুদয় এবং অপুত্রক পিতার শত পুত্র লাভের বর প্রদান করিয়াছেন, আপনার অখণ্ডনীয় বাক্য

কখন মিথ্যা হইবার নহে। যদি এ দাসীর প্রতি দয়া করিয়া, মনোমত বর প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রার্থনা এই, সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে এক শত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।

যম, সাবিত্রীর বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, তোমার গর্ভে সত্যবানের ঔরসে কুলবর্দ্ধনকারী ধর্ম্মপরায়ণ একশত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। তুমি আমার সহিত আর অধিকদূর গমন করিও না; অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, এই বরে সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে গমন কর।

সাবিত্রী, যমরাজের এবংবিধ বর প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। যম, সাবিত্রীকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, আমি তোমার ইচ্ছানুরূপ বর প্রদান করিয়াছি। তুমি সেই বরে সন্তুষ্ট হইয়াই গৃহে গমন কর। নচেৎ আমার সহিত গমন করিলে, পথশ্রান্তে অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিবে।

সাবিত্রী, যমরাজের নিষেধবাক্য শুনিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন! সদাশয় সাধু লোকেরা যাবজ্জীবন অনশনে কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া, ধার্ম্মিক নামে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সহবাসে থাকিলেও মনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উদয় হয়। আর্য্যপুত্র, সত্যবাদী ও গুরু-ভক্তিপরায়ণ। তাঁহার ন্যায়ানুষ্ঠানে বনবাসী মুনিগণ, তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলিয়া অভিহিত করিতেন। আমি, সেই ধার্ম্মিকের সহিত বনগমন করিয়া, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্যের বিষয় আর

কি হইতে পারে? আমি স্ত্রী জাতি, স্বামীর সেবা ভক্তি প্রভৃতি আমাদিগের নিত্য ধর্ম্ম, তাহাও আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, স্বামী বিনা, আমাকে "শত পুত্রের মাতা হও" আপনি এই বর দিয়া প্রস্থান করিতেছেন, ইহা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? স্বামি হীনা স্ত্রীর যে পুত্র, তাহাকে ক্ষেত্রজ পত্র বলে, ক্ষেত্রজ পুত্র, পুত্র বলিয়া পরিগণিত নহে। স্বামীর ঔরসজাতপুত্রই, ইহলোক ও পরোলোকবাসী ব্যক্তি বৃন্দের প্রার্থনীয়, পিতা আমাকে রাজর্ষি কুমার সত্যবানে যথা বিধানে সমর্পণ করিয়াছেন। এবং তিনিও আমাকে, কুলগুরু ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণ সমক্ষে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনিই আমার পতি। তাঁহার চরণেই আমার জীবন ও মন সমর্পিত আছে। আপনি আমার সেই সর্ব্ব সুখাশ্রয় পতিকে হরণ করিয়া লইয়া, শত পুত্রের বরপ্রদান করিতেছেন। আমি পতির নিমিত্ত আপনার সমক্ষে প্রাণান্ত করিলেও আমার মোক্ষলাভ হইবে, তথাচ ক্ষেত্রজ শত পুত্রের মাতা হইতে ইচ্ছা করি না। আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, যদি আমার ধর্ম্ম প্রবৃত্তিতে আপনার মনে দয়ার উদ্রেক হইয়া থাকে; তবে আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পতির জীবন দান করুন। অকৃত্রিম পতি-ভক্তির গুণে অনায়াসে যে ধর্ম্ম লাভ হয়, ইহা পৃথিবীতলে মনুষ্য মাত্রেই কীর্ত্তন করুক, আপনার নিকট আমার এই প্রার্থনা?

যম কহিলেন হে পতিব্রতে! আমি তোমার এই যুক্তিযুক্ত বাক্য যতই শ্রবণ করিতেছি, ততই আমার হৃদয়ে স্নেহময় ভাব উচ্ছলিত হইতেছে, তোমার ন্যায় পতিপরায়ণা সাধ্বীসতী,

স্ত্রীজাতির মধ্যে অতি বিরল। আমি তোমার পতিভক্তিতে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। পতি যে, সতীনারীর জীবন; তাহা তোমা হইতেই রক্ষিত হইল। অতএব আমি তোমার সদ্ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া, সত্যবানের জীবনমুক্ত করিয়া দিতেছি। সত্যবান সুস্থ শরীরে তোমার প্রিয়াচরণ এবং আত্মীয়গণের নিকট খ্যাতি লাভ পূর্ব্বক; চারি শত বৎসর জীবিত থাকিবেন। আর তোমার পুত্রগণ রাজচ্ছত্রধারী হইয়া, প্রজাপুঞ্জের হিত সাধন করিয়া, পরম সুখে কালযাপন করিবে এবং তোমার মাতা মালবীর গর্ভে যে শত পুত্র জন্মিবে, তাহারাও তোমার পিতৃ সদৃশ খ্যাতিও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া, পরম সুখে রাজ্য পালন করিবে। এক্ষণে, তুমি সত্বর সত্যবানের সন্নিধানে গমন করিয়া, তাঁহাকে লইয়া আশ্রমে গমন কর। যমরাজ, সাবিত্রীকে এই আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সাবিত্রী, মৃত পতির প্রাণ প্রাপ্ত হইলাম। এই আনন্দে পরম আহ্লাদিত হইয়া, যেখানে সত্যবানের মৃত দেহ পরিত্যাগ করিয়া, তপন-তনয়ের অনুগমন করিয়াছিলেন। দ্রুতগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সত্যবান বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া, অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। সাবিত্রী, তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া, মনে মনে কতই চিন্তা করিতে লাগিলেন। যমরাজ, আমার অকৃত্রিম পতিভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া, মৃত পতির জীবন দান করিয়াছেন। তাঁহার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে। অতএব সত্যবান জীবিত হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই।

সাবিত্রী, পতি সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, এক দৃষ্টে তাঁহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার মুখভঙ্গি দেখিয়া জানিলেন, সত্যবান জীবিত হইয়াছেন। সাবিত্রী, এই আনন্দে আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে অতি যত্নে আপনার ক্রোড়ে উপবেশন করাইলেন। সত্যবান সশঙ্কিত মনে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় অর্দ্ধ নিমীলিত নয়নে, সাবিত্রীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সাবিত্রীর যত্নে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিয়া, কহিলেন প্রিয়ে। আমি এতক্ষণ তোমার উৎসঙ্গে মস্তক স্থাপন করিয়া, নিদ্রা গিয়াছিলাম। আমার, আশ্রমে যাইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে কিন্তু তুমি কি নিমিত্ত আমার নিদ্রা ভঙ্গ কর নাই? বোধ হয়, আমার শান্তিকর নিদ্রা তোমার আনন্দজনক হইয়াছিল? সাবিত্রী কোন কথাই কহিলেন না, কেবল একদৃষ্টে তাঁহার মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্যবান, সাবিত্রীকে তাঁহার বাক্যের উত্তর দানে বিরত দেখিয়া, কহিলেন প্রিয়ে। আমার সহিত বনে আগমন করিয়া, তোমার মনের বিপর্য্যয় ভাব লক্ষিত হইতেছে। তুমি প্রিয়বাক্যে সর্ব্বদা আমার সন্তোষ সাধন করিতে, আজ বনে আসিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে তোমার মুখমণ্ডলে কেবল দুঃখের চিহ্ন দেখিতেছি। সাবিত্রী, তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য কহিলেন, বেলা অবসান প্রায়, ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত, বনবিহারী নিশাচরগণ আপন আপন বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া। চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। শ্বশুর শাশুড়ী আমাদিগের প্রত্যাগমন সময় অতিবাহিত দেখিয়া, কত চিন্তা করিতেছেন। আমার মন

সেই চিন্তায় চিন্তিত ছিল। এজন্য আপনার বাক্যের উত্তর দান করিতে পারি নাই। সত্যবান সাবিত্রীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া কহিলেন প্রিয়ে! আমি মস্তকের যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া, তোমার নিকট আগমন করিলে, তুমি আমার সেই যন্ত্রণার শান্তি করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতেছিলে। সেই সময়ে এক মহাকায় শ্যামবর্ণ পুরুষ আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আমায় আকর্ষণ করিতেছিলেন, তিনি কে? আমার শরীরের অসুচ্ছন্দতা হেতু তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিতে পারি নাই। এখন তিনি কোথায়?

সাবিত্রী স্বামীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ? আপনি যে মহাকায় পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তিনি জীবন সংহার কর্ত্তা যম। কিঞ্চিৎকাল অতীত হইল, স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে যদি আপনার শরীর সুস্থ ও সবল হইয়া থাকে, গাত্রোত্থান করুন, আমি আপনাকে সঙ্গে লইয়া গৃহে গমন করি। ঐ দেখুন, প্রদোষ কালে আকাশ মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, অরণ্যানী ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইতেছে। ক্রমে পথের চিহ্ন অন্তর্হিত হইবে।

সত্যবান, সাবিত্রীর বাক্যে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, মৃদু বচনে সাবিত্রীকে কহিলেন প্রিয়ে! আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, যে কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে অবলোকন করিয়াছিলাম, তিনি এই বন-মধ্যে কিজন্য আগমন করিয়াছিলেন? এক্ষণেই বা কোথায় গমন করিলেন? আমার কিঞ্চিৎ অনুভব হয়, তিনি তোমার সহিত অনেক্ষণ কি কথা কহিতেছিলেন। যদ্যপী

তাঁহার আগমনের বিষয় কিছু জানিয়া থাক, বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।

সাবিত্রী, সত্যবানকে কহিলেন নাথ? আপনি বৃথা বাক্যে সময় অতিবাহিত করিতেছেন। আমরা, আর্য্যগণের জীবনোপায়, তাঁহারা আমাদিগকে আশ্রয় করিয়া বনবাসেও পরম সুখে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের অসন, বসন, সন্তোষ সাধন সকলই আমাদিগের উপর নির্ভর করিতেছে। আমরা যথা সময়ে তাঁহাদিগের আহারীয় দ্রব্য লইয়া, না গেলে, তাঁহাদিগকে অনাহারে কাল যাপন করিতে হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, আমাদিগকে, আশ্রমে না দেখিলে, তাঁহারা অস্থির চিত্তে চারি দিকে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আজ আমাদিগের সে সময় অতিবাহিত হইয়াছে। আমাদিগের সংগৃহিত ফল মূলে তাঁহাদিগের মধ্যাহ্ন ভোজন হইয়া থাকে, বিধির বিড়ম্বনে অদ্য দিবা অবসান প্রায়, এ অবস্থায় তাঁহাদিগের কি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে বলিতে পারি না। বোধ হয়, বিকল চিত্ত হইয়া, কেবল রোদন করিতেছেন। সত্বর গমন করিয়া তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করা উচিত হইতেছে। কল্য, সেই মহাকায় পুরুষের বিষয় সমুদয় বর্ণন করিব।

সত্যবান, সাবিত্রীকে গৃহ গমনে উৎসুক দেখিয়া, প্রিয় বচনে কহিলেন প্রিয়ে। এই অপরাহ্ণ কাল, দিবাকর মরিচামালী স্বকীয় কিরণজাল ক্রমে সঙ্কুচিত করিয়া, অস্তাচলে অস্তমিত হইতেছেন। মেঘমালা আকাশমণ্ডলে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত হইয়া, বনরাজীকে অন্ধকার বাসে সজ্জিত করিতেছে।

বনচারী নিশাচরগণ, গিরিগহ্বর হইতে গাত্র কণ্ডুয়ন পূর্ব্বক, আহ্লাদর পরিপূর্ণ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর রবে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। আর মৃগ কদম্বকুল হিংস্র জন্তুর গম্ভীর গর্জ্জনে ত্রাসিত হইয়া, বনান্তরে পলায়ন করিতেছে। ভয়াল ভল্লুক ও শিবাগণের কর্কশ রবে হৃদকম্প হইতেছে। এমত সময় এই দুর্গম পথে গমন করিলে, বিপদ্ পাতের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি করা যাউক। সাবিত্রী সত্যবানের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন নাথ। আপনার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল, এই অন্ধকারময় রাত্রিতে পথ পর্য্যটনে আপনার সমূহ ক্লেশ হইবে, এবং হিংস্রজন্তুগণ, রাত্রি সমাগমে অবিচলিত চিত্তে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতেছে। এ সময়ে গমন করিলে, নানারূপ বিঘ্ন জন্মাইতে পারে। কিন্তু এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইলে, গিরিগহ্বর, বা বৃক্ষ কোঠর অন্বেষণ করিতে হইবে। নিশাচর প্রাণীরা রাত্রিকালে এই বনমধ্যে মনুষ্যগণের অনুসন্ধান পাইলে প্রাণ বধ করিয়া, রক্ত পান করে কিন্তু অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিলে, ভয়ে পলায়ন করে। আপনি এই স্থানে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিতি করুণ। ঐ পর্ব্বত সন্নিধানে যে দাবানল প্রজ্বলিত হইতেছে। আমি ঐস্থান হইতে অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক, কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করি। অগ্নির উত্তাপে আপনার শরীরের ক্লান্তি নিবৃত্ত হইবে এবং হিংস্র জন্তুগণও ভয়ে পলায়ন করিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে আমরা আশ্রমে গমন করিব।

সত্যবান, সাবিত্রীর এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তোমার বাক্য উপদেশপূর্ণ, তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু আমি

মাতা পিতার এক মাত্র পুত্র, তাঁহাদিগের ঐকান্তিক স্নেহ ও যত্নে প্রতিপালিত হইয়াছি। আমি ভিন্ন তাঁহাদিগের জীবনোপায় আর নাই। তাঁহাদিগের জন্য ফল আহরণ করিতে বনে গমন করিয়াছি। আমি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে আশ্রমে গমন করিয়া থাকি। তাঁহারা, আমার আহৃত ফলে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। অদ্য এখনও আমাকে আশ্রমে না দেখিয়া, তাঁহাদিগের মনে যে কিরূপ দুশ্চিন্তার উদয় হইতেছে, তাহা অন্তর্যামি পরমেশ্বরই জানেন। তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তিনি এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

পতিপরায়ণা সাবিত্রী, স্বামীর খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন কিন্তু স্বামীর মনোদুঃখ নিবারণের জন্য অতি কষ্টে, উপস্থিত শোকের নিবৃত্তি করিয়া, তাঁহাকে নানারূপ হিতোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। সত্যবান, সাবিত্রীর উপদেশ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন প্রিয়ে। তুমি আমাকে সান্ত্বনা বাক্যে উপস্থিত দুঃখের যত নিবৃত্তি করিতেছ। বৃদ্ধ মাতা পিতার শোকের কারণ মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া, ততই অনির্ব্বার্য্যরূপে যন্ত্রনা প্রদান করিতেছে। তোমার, শান্তিকর প্রবোধ বাক্যে আমার সে ক্লেশের নিবৃত্তি হইতেছে না। আমার মনে তাঁহাদিগের দর্শন লালসা এতদূর বলবতী হইয়াছে যে, তুমি সে ইচ্ছাকে নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করিলে, আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।

সাবিত্রী, তাঁহার ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নাথ। আপনি আর দুঃখ করিবেন না, ত্বরায় গাত্রোত্থান করিয়া,

আশ্রমাভিমুখে গমন করুন। এই বলিয়া তিনি ফলপূর্ণ স্থালী ও কুঠার স্কন্ধে লইয়া, স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যবান প্রিয় মহিষীর মৃদু গমন দেখিয়া, কহিলেন প্রিয়ে। তুমি আমার দৈহিক কষ্টের আধিক্য প্রযুক্ত মৃদুভাবে গমন করিতেছ কেন? মাতা পিতা আমাদিগকে না দেখিয়া, যেরূপ কষ্ট অনুভব করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা আমার পথ ভ্রমণের ক্লেশ অধিক হইতেছে না। তুমি শীঘ্র চল, আমার শরীর প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

পতিপ্রাণা সাবিত্রী, এই অন্ধকারময়ী রাত্রিতে, পতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, গমন করিতে লাগিলেন। অনির্দ্দিষ্ট পথে গমন হেতু, দিক্ ভ্রম হইয়া, অন্য দিকে গমন করিতেছি, এই বাক্য শ্রবণ করিলে যদি স্বামীর দুঃখ উপস্থিত হয়। এজন্য তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাশক্তির প্রভাবে, আনুমানিক দিক্ নির্ণয় করিয়া, আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সাবিত্রীর আশা, পথ প্রদর্শক হইয়া, তাহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। সাবিত্রী, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের কি অসীম মহিমা, যিনি সরল মনে সেই ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তিনি ধার্ম্মিক, তাঁহার ধর্ম্মময় আত্মা তাঁহাকে রণে, বনে, বিপদে, সকল অবস্থাতেই রক্ষা করিয়া থাকেন। সাবিত্রী, স্বীয় অসীম সাহসে নির্ভর করিয়া, স্বামী সমভিব্যাহারে আশ্রমের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

এদিকে রাজর্ষি, সাবিত্রীর প্রার্থনীয় বরে চক্ষুষ্মাণ হইলে পর, তিনি মনের আনন্দে বনবাসী মুনি ও ঋষিগণের আশ্রমে গমন

পূর্ব্বক, পৃথিবীস্থ সমুদয় পদার্থের নবভাবরূপবিদর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে রাজর্ষিকে এইরূপ উল্লাসিত দেখিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষে! অচিরাকাল মধ্যে আপনার সৌভাগ্য চন্দ্র পুনরোদিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি বনবাসী মুনিগণের আশীর্বাদ সূচক বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আশ্রমে আসিয়া পুত্র ও পুত্রবধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সত্যবানের আগমন কাল অতিবাহিত দেখিয়া, অতিশয় চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদিগের মুখ মণ্ডলে আহ্লাদের চিহ্ন ক্রমে অস্তমিত হইয়া, দুঃখের চিহ্ন প্রতীভাত হইতে লাগিল। সত্যবানের মাতা ও পিতা, পুত্র শোকে একান্ত বিকল চিত্ত হইয়া, বনের নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে তাহাদিগের অনুসন্ধান না পাইয়া, শোকে অধৈর্য্য হইয়া; রোদন করিতে লাগিলেন।

সত্যবানের মাতা পুত্র শোকে কাতর হইয়া, রাজর্ষিকে সমভিব্যাহারে লইয়া; মুনিগণের আশ্রমে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কোন স্থানে তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, আশ্রম বাসী মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ বাক্যে সান্ত্বনা লাভ করিয়া কহিলেন; সত্যবান গুরুভক্তিপরায়ণ ও ধার্ম্মিক এবং পতিগতপ্রাণা সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা অচিরাকাল মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে আশ্রমে আগমন করিবেন। তাহারা মুনিগণের আশ্বাস বাক্যে শান্তি লাভ করিলেন বটে কিন্তু পুত্র শোকের

এমনি অনিবার্য্যতা শক্তি অগাধ জলধি গর্ভে নির্ব্বাপিত বাড়বানলের ন্যায় ধিকি ধিকি প্রজ্বলিত হইয়া, তাঁহাদিগেরপুত্র-মুখ নিরীক্ষণ বাসনা পরিবর্দ্ধিত হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা শোকের আধিক্যতা প্রযুক্ত কোথা পুত্র সত্যবান! কোথা মাতঃ সাবিত্রী! তোমারা কোথায় রহিলে? আমরা ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, তোমাদিগের আশাপথ নিরীক্ষণ করিতেছি। তোমাদিগের আহৃত ফল মূলে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিব মনে করিয়া, উপেক্ষা করিতেছি। আমাদিগের এই দুঃখের অবস্থা বিস্মৃত হইয়া, তোমারা কোথায় রহিলে? বাপ্ সত্যবান, তুমি যে আমাদিগের এক মাত্র পুত্র, সাবিত্রী পুত্রবধূ, তোমাদিগের অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিলে আমাদিগের সকল দুঃখের অপনয়ন হয়। এতাধিককাল তোমাদিগের মুখ চন্দ্র অবলোকন না করিয়া, আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহারাজ অশ্বপতি কৃপা পরতন্ত্র হইয়া, স্বীয় কন্যা সাবিত্রীকে তোমায় অর্পণ করিয়াছেন। পুত্রবধূর মুখাবলোকন করা মনুষ্যের পরম সৌভাগ্য। তাহা আমার ভাগ্যে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইয়াছিল। আজ আমার সৌভাগ্যক্রমে চক্ষুদ্বয়ে দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থই, আমার সন্তোষ সাধন করিতেছে, কেবল তোমাদিগের মুখ চন্দ্রের অমিয়ময় ভাতি, যাহা দেখিলে, মানব জন্মের সার্থকতা লাভ হয়, তাহাই দৃশ্য হইতেছে না, এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

অরণ্যবাসী মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের রোদনধ্বনি

শ্রবণ করিয়া, সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহারাও অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সত্যবানের মাতা ও পিতাকে কহিলেন, অনিশ্চিত কার্য্যে অধৈর্য্য হইয়া, রোদন করা কোন মতেই উচিত হইতেছে না। সত্যবান আপনাদিগের ধর্ম্মজ্ঞ পুত্র, সাবিত্রীও বুদ্ধিমতি ও ধর্ম্ম-পরায়ণা তাহার সন্দেহ নাই। বোধ হয়, কোন দৈব দুর্বিপাক বশতঃ তাহাদিগের আশ্রমে আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। আমরা দৈব-জ্ঞানে আপনাদিগকে নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবান ও সাবিত্রী অচিরকাল মধ্যে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা বৃথা রোদন করিবেন না। সত্যবানের মাতা পিতা তাঁহাদিগের প্রবোধ বাক্যে শান্তি লাভ না করিয়া, কেবল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন আশ্রম বাসিমুনিগণ, তাঁহাদিগকে শোকে অধৈর্য্য দেখিয়া কহিলেন। আমরা সমাহিত হইয়া বায়ুভক্ষণ করতঃ কৌমারব্রহ্মচার্য্যে দীক্ষিত ও দীর্ঘজীবন তপানুষ্ঠানে বাক্‌সিদ্ধি দ্বারা, গুরু ও বহ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়াছি। এই সকল যোগবলে আমরা সকলের মনোভিপ্রায় বলিতে পারি। সত্যবান প্রাণত্যাগ করেন নাই। সাবিত্রী পতিব্রতা, তাঁহার ধর্ম্মের গুণে তিনি জীবিত আছেন।

রাজর্ষি, আশ্রম বাসী পরমদৈবজ্ঞ মহাত্মাদিগের তৃপ্তিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলেন হে মহাত্মনগণ! আপনাদের বাক্য কখনও মিথ্যা হইবার নহে, কিন্তু যে পুত্র, মনুষ্য মাত্রেরই জীবিত কালে কায়মনোযত্নে তুষ্টিসাধন করিয়া, পরকালে নরক যন্ত্রনার

কাণ্ডারী হয়; যাহাকে তিলার্দ্ধ মাত্র না দেখিলে জীবন্মৃত হইতে হয়, আজ সেই পুত্রের অদর্শন জনিত শোক প্রবোধ বাক্যে কখনই অপনীত হয় না, ভ্রমেও সেই স্নেহময়ী মূর্ত্তি মনোমধ্যে উদিত হইলে, অন্তর্নিহিত শোক পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। শান্তি-প্রদ বাক্য কখনও পুত্র শোকের নিবৃত্তি করিতে পারে না। আমি দৈব বিড়ম্বনায় অন্ধ হইলে, বিপক্ষগণ আমার রাজ্যধন হরণ করিয়া লয়; আমি হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণী শৈব্যা ও পুত্র সত্যবান্‌কে সঙ্গে লইয়া বনবাস আশ্রয় করিয়াছি। দেব! সুখের অবস্থায় দুঃখ উপস্থিত হইলে মনুষ্য জীবনে যেরূপ ক্লেশের উদ্রেক হয়; আমার তাহার বিন্দু মাত্রও উপলব্ধি হয় নাই। কেবল সত্যবানের অমৃতময় পিতৃ-সম্বোধনে, সে সকল ক্লেশকে পরম সুখ বলিয়া অনুভব করিতাম। আমার অন্ধাবস্থায় দর্শন শক্তির অভাবে, দর্শনীয় পদার্থের কোন সুখই বিবেচনা হইত না বটে কিন্তু সত্যবানের অনুপমেয় রূপ রাশি আমার জ্ঞান চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া অতুল আনন্দ প্রদান করিত। আমি সৌভাগ্যক্রমে চক্ষুরত্ন প্রাপ্ত হইয়াছি; প্রাণসম পুত্র ও পুত্রবধূকে অবলোকন করিলে আমার এ জন্ম সার্থক ভাবিয়া, অনুপম আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইতাম। আমি, পুত্র ও পুত্রবধূর অদর্শনে জীবন্মৃত হইয়া আছি। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন এইরূপ বলিতে বলিতে হতজ্ঞান হইয়া, স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সত্যবানের মাতা, রাজর্ষিকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জ্ঞানহীনা উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। কোথা

পুত্র সত্যবান্। কোথা মাতঃ সাবিত্রি। তোমরা কোথায় রহিলে; আমাদিগের দুঃখের অবস্থা জানিয়াও কি তোমাদিগের মনে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইতেছে না? বনবাসী মুনিগণ তাঁহাদিগকে অধৈর্য্য দেখিয়া, অশেষবিধ প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, আপনারা সাবিত্রী ও সত্যবানের অদর্শনে বৃথা রোদন করিবেন না। আমরা জানি, সাবিত্রী দেবর্ষি নারদাদি হইতে অবৈধব্যকর বর প্রাপ্ত হইয়া, সত্যবানের সহিত বনে গমন করিয়াছেন। পতিপরায়ণা শুদ্ধমতি সাবিত্রী সঙ্গে থাকিতে সত্যবানের অমঙ্গল কোনমতেই সম্ভবিত নহে। সাবিত্রীর সদাচার ও সৎকর্ম্মের ফলে আপনি চক্ষুষ্মান্ হইয়াছেন। হে মহাত্মন্! দেখুন মনুষ্যের শুভাশুভ পৃথিবীস্থ সমস্ত পাদার্থেই লক্ষিত হইয়া থাকে। এই ঘোর নিশীথ সময়ে দিঙ্মণ্ডল কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, নিশাচরগণের অমঙ্গল সূচক কর্কশ রব শ্রবণগোচর হইতেছে না। নীলবর্ণ নভোমণ্ডল তারকাদলে পরিপূর্ণ হইয়া, হীরক খচিত চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে; বায়ুপ্রভাবে বৃক্ষপত্রের সরসর্ শব্দ কেমন সুমধুর বলিয়া অনুভূত হইতেছে। প্রিয় সমাগমে মনে যেরূপ অত্যদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়; পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থের মনমোহন ভাবে আমাদিগের মনে সেইরূপ আনন্দের উদয় হইতেছে। এজন্য আপনাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেছি, দুঃখ করিবেন না। সত্যবান্ জীবিত আছেন। অচিরকাল মধ্যে পতিপরায়ণা সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া, আশ্রমে প্রত্যাগমন

করিবেন। মুনিগণ রাজর্ষিকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

সত্যবানের মাতা ও পিতা মুনিগণের এই সকল আশ্বাস বাক্যে পুত্র সমাগম সুখ মনোমধ্যে কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া, কখন বা প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন, কখনও বা শোকের আধিক্য প্রযুক্ত অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ, রাজর্ষিকে প্রবোধ বাক্যে শান্তি প্রদান করিয়া, আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। নিশাচর প্রাণিগণ নিশা-দেবীর অবসান কাল সমাগত দেখিয়া, বিশ্রাম সুখে শরীরের ক্লান্তি দূর করিবার নিমিত্ত আপন আপন আবাসে গমন করিল। দিবাচর পক্ষিগণ কলস্বরে মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল। প্রাতঃ সূর্য্যের কিরণরাশি বৃক্ষোপরি পতিত হইয়া পত্র সকল যেন সুবর্ণ বর্ণে শোভিত করিল। মৃগগণ, শাবক সমভিব্যাহারে লইয়া; নবদূর্ব্বাদল লোভে মনের আনন্দে গমন করিতে লাগিল। পক্ষিগণ যজ্ঞীয় বেদীর পার্শ্বস্থিত নীবারকণা গ্রহণ পূর্ব্বক শাবকগণের চঞ্চুপুটে প্রদান করিতে লাগিল। এমত সময়ে মুনিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে স্তব পাঠ করিতে করিতে আশ্রমে গমন করিতেছেন। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন সপত্নীক পুত্র শোকে দুঃখিত হইয়া, আশ্রমে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন; মুনিগণ, তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া, বিস্মিত মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন হে রাজর্ষিসত্তম! অপনাদিগের ম্লান মুখ দেখিয়া, মনে নানাবিধ সংশয় উপস্থিত হইতেছে। তাঁহারা মুনিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন;

সত্যবান্ সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া, ফল আহরণার্থ বনে গমন করিয়াছেন। দিনান্তে রাত্রিরও অবসান হইল, তাহাদিগেব অদর্শনে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে; এই বলিয়া তাঁহাবা বোদন করিতে লাগিলেন।

মুনিগণ, তাঁহাদিগের শোকেব কাবণ শ্রবণ কবিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সান্ত্বনা বাক্যে বাজর্ষিকে নানাবিধ আশ্বাস প্রদান কবিয়া কহিলেন। পতিপবায়ণা সাবিত্রী, পতিভক্তি ও ধর্ম্মবুদ্ধিব গুণে মুনি, ঋষি ও ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট কবিয়া "পতিব্রতা ও পুত্রবতী হও" এই বব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সঙ্গে থাকিতে সত্যবানেব জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। তাঁহাবা সত্বর আশ্রমে আগমন কবিবেন। মুনিগণেব বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ফলভাব স্কন্ধে সাবিত্রী সত্যবানেব হস্ত ধাবণ কবিয়া, আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আশ্রমে বৃদ্ধ মাতা পিতাকে দেখিতে না পাইয়া, চিন্তাকুল চিত্তে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ কবিতে লাগিলেন। মাতা পিতার অদর্শনে শোকে অধীব হইয়া তাঁহাদিগেব চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্রমবাসী তাপসগণ, সাবিত্রী ও সত্যবান্‌কে আশ্রমে সমাগত দেখিয়া রাজর্ষিকে কহিলেন, সাবিত্রী ও সত্যবান্ আপনাদিগের অদর্শনে বিকলচিত্ত হইয়া রোদন করিতেছেন। অতএব আপনারা সত্বর আশ্রমে গমন করিয়া, তাঁহাদিগের শোকের নিবৃত্তি ও শান্তি প্রদান করুন। তিনি তাপসগণের বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং প্রিয় মহিষীকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া, দ্রুতপদে আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, সাবিত্রী ও সত্যবান্, ফলভার ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া, অবিরল ধারায় ক্রন্দন করিতেছে। তাঁহারা নবদম্পতিকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া, এক দৃষ্টে স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সত্যবান্, পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করি-লেন এবং তাঁহাদিগের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন পিতঃ! সামান্য কারণে আপনাদিগের ন্যায় মহাজনগণের হৃদয়ে এরূপ শোকের আবির্ভাব হওয়া উচিত নহে। এক্ষণে শোকের নিবৃত্তি করিয়া আশ্রমে উপবেশন করুন; এই আমা-দিগের প্রার্থনা। রাজর্ষি, সত্যবানের প্রবোধ বাক্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া উপবেশন করিলেন।

সত্যবান্, আশ্রমে আসিয়াছেন শুনিয়া, আশ্রমবাসী মুনি,

ঋষি, ও ব্রাহ্মণগণ সকলে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সত্যবানের বনগমন বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সকলে অতিশয় উৎসুক হইলেন এবং সত্যবান্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। তোমাদিগের বিলম্বের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, আমাদিগের চঞ্চল চিত্তের সন্তোষ সাধন কর। সত্যবান্ তাঁহাদিগের তৃপ্তি সাধন মানসে সর্ব্ব সমক্ষে কহিতে লাগিলেন; আমি প্রতিদিন বন গমন করিয়া ফলমূল আহরণ করিয়া থাকি। কল্য বন গমন সময়ে সাবিত্রীকে আমার সহিত বন গমনে একান্ত ইচ্ছুক দেখিয়া, মাতা পিতার অনুজ্ঞাক্রমে তিনিও আমার সহিত বনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বৃক্ষ পর্য্যটন হেতু আমি মস্তকের বেদনায় এরূপ অধৈর্য্য হইয়াছিলাম যে, তাহা আমার স্মরণপথে উদিত হয় না। সে আমার নিদ্রাবেশ কি মোহাবেশ তাহা কিছুই বলিতে পারি না। যখন আমার শরীরের ক্লান্তি ও মস্তকের যন্ত্রণা নিবৃত্তি হইল, তখন চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি, সাবিত্রী আমার শিরোদেশে উপবিষ্ট হইয়া অঞ্চল ব্যজন করিতেছেন। আমার সংজ্ঞা লাভ হইলে সাবিত্রীকে বলিয়া ছিলাম; আমরা এই তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে এখনও এই বিজন বনে অবস্থান করিতেছি? আমাদিগের আশ্রমে গমন করিবার সময় অতিবাহিত দেখিয়া, মাতা ও পিতা কত চিন্তিত হইতেছেন। আর এখানে অধিক বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, এই কথা বলিয়া সাবিত্রীর সহিত আশ্রমে আগমন করিয়াছি। ইহা ভিন্ন আমার অন্য কিছুমাত্র স্মরণ হয় না।

আশ্রমবাসী মুনি, ঋষি ও ব্রহ্মণগণ সত্যবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাবিত্রীকে কহিলেন মাতঃ সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা, পতি-হিতকামনা তোমার নিষ্ঠাব্রত ও মুখোদ্দেশ্য; তোমাদিগের বনের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিলে, তচ্ছ্রবণে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হই।

সাবিত্রী, ভবিষ্যবাদী বনবাসিগণের অভিলাষ অবগত হইয়া, তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন; হে মহাত্মগণ! আমি আর্য্য পুত্রের সহিত বনে গমন করিয়াছিলাম। আমরা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ফল মূল আহরণ করিলে আর্য্যপুত্র আমাকে ফলভার রক্ষার নিমিত্ত এক বৃক্ষমূলে বসিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং তিনি কুঠার হস্তে করিয়া, বৃক্ষে বৃক্ষে কাষ্ঠাহরণ করিতে লাগিলেন। আমি ফলভার সমীপে অবনত মস্তকে একবার দেবর্ষি নারদের বাক্য চিন্তা করিতেছি। আবার নাথের অদর্শন জনিত শোকে সে সকল বিস্মৃত হইয়া, অনিমিষ নয়নে বনের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। এমন সময়ে "আমার প্রাণ যায়" এই শব্দ আমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। আমি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। আমার অনতিদূরে দৃষ্টি হইল, স্বামী মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া "আমার প্রাণ যায়" এইরূপ ক্লেশ সূচক শব্দ করিতে করিতে আসিতেছেন। আমি, তাঁহার এই ক্লেশকর অবস্থা দেখিয়া, দ্রুত পদে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইলাম। এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া, ক্লেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন

তাঁহাব যন্ত্রণাব আধিক্য প্রযুক্ত "মস্তকেব বেদনায় প্রাণ যায়" এই বাক্য ভিন্ন অন্য কিছুই জানিতে পারিলাম না। বনে উভয়ে উভযেব রক্ষাকর্ত্তা। একেব মনোবিকার প্রাপ্ত হইলে, অন্যের ক্লেশের কাবণ উপস্থিত হইতে পাবে; এনিমিত্ত অতিকষ্টে মনের দুঃখ মনোমধ্যে বিলীন কবিযা উপস্থিত জ্ঞানে কি উপাযে নাথেব প্রাণ বক্ষা কবিব মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলাম। দেবর্ষি নাবদ বলিয়াছিলেন, একবৎসর অতীত হইলেই সত্যবানের মৃত্যু হইবে। যদি দেবর্ষির বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে নাথেব মৃত্যুকাল সমাগত তাহাব সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া শোকে আমাব হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আমি আর্য্যপুত্রেব এই শোচনীয অবস্থা অবলোকন কবিয়া, যেরূপ দুঃখিত হইলাম, তদপেক্ষা অধিকতব সাহসে নির্ভব করিয়া, নাথের মনস্তুষ্টিব নিমিত্ত মনেব দুঃখ মনোমধ্যে বাখিয়া পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাব সন্তোষ সাধনে যত্ন করিতে লাগিলাম। কিন্তু পীড়ার আধিক্যপ্রযুক্ত আমাব কোন চেষ্টাই সফল হইল না। প্রবল যন্ত্রণাহেতু ক্রমে তাঁহাব শবীব দুর্ব্বল ও মুখশ্রী বিবর্ণ হইযা আসিল। তাঁহার এই প্রাণান্ত কাল উপস্থিত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আমি, স্বামীর প্রাণরক্ষার অন্যোপায চিন্তা করিতেছি, কারণ স্বামিহীনা স্ত্রীর জীবন অতি অকিঞ্চিৎকব ও অতি ঘৃণার্হ, এমত সময়ে বনের দক্ষিণ দিকে মানবগণেব কলধ্বনি আমাব শ্রবণ গোচর হইল; এই শব্দ শ্রবণ মাত্র আমার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। মানবেব প্রাণ যতই নির্দ্দয় হউক না কেন লোকের বিপদাবস্থা

দেখিলে, তাহাদিগের হৃদয়ে কিছু না কিছু দয়ার উদ্রেক হইবে; আমি এই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া, সহর্ষে সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ দূরে দেখিলাম, এক মহাকায় কৃষ্ণ-বর্ণ পুরুষ লোহিতাম্বর পরিধান, মস্তকে মুকুট, হস্তে দণ্ড ধারণ করিয়া, বিকটাকৃতি দূতগণ সমভিব্যাহারে সেইদিকে আগমন করিতেছেন। আমি স্ত্রী জাতি, নিবিড় বনমধ্যে মৃত বল্লভ পতিকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছি। শোকে ও দুঃখে অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু এঅবস্থায় আমার প্রাণের আশঙ্কা অতি বিরল। তাঁহাদিগের এই ভয়ঙ্কর আকৃতি দর্শন করিয়াও আমার মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হইল না। যখন তিনি আমার নিকট-বর্ত্তী হইলেন, আমি সবিস্ময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম; আপনি কে? তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন; আমি "যম" তোমার প্রিয়পতি সত্যবানের জীবন কাল শেষ হইয়াছে, এজন্য আমি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি। আমি তাঁহার প্রমুখাৎ এই হৃদয় বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া, পতির জীবন রক্ষার জন্য কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করি-লাম। তিনি আমার সেই দুঃখজনক বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, মুমূর্ষাপন্ন পতির জীবন গ্রহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে গমন করিতে লাগিলেন। আমি আর্য্যপুত্রের প্রাণান্ত দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমার রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সে হৃদয়ে বিন্দুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইল না। আমি তাঁহাদিগের এই অমা-নুষিক ব্যবহারে পরিতাপিত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিলাম; স্বামিহীনা স্ত্রী জাতির জীবন এজগতে কোন সুখেরই নহে।

কেবল দুঃখময় দেহ ভার বহন করা মাত্র। অতএব স্তাবকের ন্যায় তপনাত্মজের অনুগমন করিয়া এ দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের লীলা সম্বরণ করিব। এই দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম। যমরাজ আমার প্রাণান্তকর প্রার্থনাতে সন্তুষ্ট হইয়া, আমায় বর প্রদান করিলেন। তোমার শ্বশুর অন্ধত্বমুক্ত ও পরাজিত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিবেন। পিতাকে শত পুত্র প্রাপ্তির, সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইবার, আর প্রাণবল্লভের চারিশত বৎসর জীবিত থাকিবার বর প্রদানান্তর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আমি স্বামীর জীবন পুনঃ প্রাপ্তিতে অনুপম আনন্দ লাভ করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারে আশ্রমে আগমন করিয়াছি।

বনবাসিগণ, সাবিত্রী যে উপায়ে মৃত পতির জীবনোদ্ধার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি রাজকন্যে! তুমি দেবর্ষি নারদের হৃদয় বিদারক বাক্যে বশবর্ত্তী হইয়া, সত্যবানের সহিত বনে গমন করিয়াছিলে; তিনি কি সত্যবানের মৃত্যুকাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন? সাবিত্রী কহিলেন, গুরুগণ! আমার পিতা, তাঁহার মনোমত পাত্র না পাইয়া, আমাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করিলে, তিনি আমার দুঃখে আজীবন দুঃখ ভোগ করিবেন; এজন্য আমাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন, "তোমার পতি, তুমি নির্ব্বাচন করিলে, আমি তোমায়

তাঁহাকেই সম্প্রদান কবিব” আমি পিতাব সেই নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া, বনে রাজর্ষি কুমাব সত্যবানকে পতিত্বে ববণ কবিব কল্পনা করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কবি। দেবর্ষি নারদ, পিতার সমক্ষে সভাস্থলে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি সেই সময়ে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত কবিয়াছিলাম। তচ্ছ্রবণে তিনি আমাকে উপদেশ প্রদান করিযাছিলেন। “সত্যবান্ অল্পায়ু” আব একবৎসব অতীত হইতেই তাহাব জীবন শেষ হইবে, অতএব তুমি তাঁহাব পবিবর্ত্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে ববণ কব। আমি তাঁহাব সেই সকল বাক্য শ্রবণ কবিযা, কহিলাম হে দেব! আমাব সদিচ্ছাকে আপনাব ধর্ম্মবিগর্হিত ভয়প্রদ বাক্যেব বশবর্ত্তিনী কবিয়া পবিত্যাগ কবিতে পাবিব না। তিনি আমাব এই যথাযথ বাক্যে সন্তুষ্ট হইযা, পিতাকে সম্বোধন কবিযা কহিলেন। আপনি সন্তুষ্ট মনে সত্যবানে কন্যা সম্প্রদান কবিতে পাবেন! আমি আশীর্ব্বাদ কবিতেছি, সত্যবান্ দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইযা, পরম সুখে কাল যাপন কবিবেন এবং সাবিত্রী শত পুত্রেব মাতা হইবেন; তিনি সন্তুষ্ট মনে আমাদিগকে এই সকল বব প্রদান কবিযাছিলেন। পিতা দেবর্ষিব এই সানুকূল বাক্যেব বশবর্ত্তী হইযা আর্য্যপুত্রেব হস্তে আমায সমর্পন পূর্ব্বক, গৃহে প্রত্যাগমন কবিলেন। আমি আশ্রমে থাকিযা আর্য্যগণেব সেবা শুশ্রূষা করিযা আর্য্যপুত্রেব সহবাসে পরমসুখে কালক্ষেপ করিতাম। সদাশয় মহাজনেব বাক্য কখনও মিথ্যা হইবাব নহে, মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস কবিয়া কতদিনে বৎসব শেষ হইবে, সদাকাল এই চিন্তা কবিতে লাগিলাম। বৎসর শেষ হইতে

আর চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনদিন গত হইলেই চতুর্থদিনে প্রাণনাথের প্রাণান্ত হইবে। আমি এই সময় হইতে অনশনে পতিব্রতা ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম। দিনত্রয় অতিবাহিত হইলে, আমি প্রাণবল্লভের সহিত ফল আহরণার্থ বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় তাঁহার প্রাণান্ত হইলে, আমি আশ্রমবাসী মুনি ঋষি এবং দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া, যেরূপে ধর্ম্মের অনুগমনপূর্ব্বক নাথের জীবনোদ্ধার করিয়াছি তাহা বর্ণন করিলাম।

আশ্রমবাসী মুনিঋষি ও ব্রাহ্মণগণ, সাবিত্রীর মুখে সত্যবানের বন গমন বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। এবং সাবিত্রীকে কহিলেন, মাতঃ সাবিত্রি! তোমার এই অমানুষিক কার্য্যে দ্বারা, তোমার পিতৃকুলের গৌরব বৃদ্ধি এবং বিনাশোন্মুখ, শ্বশুরকুলের পুনরুদ্ধার হইল, তুমি ধন্যা, তোমার পতিব্রতা ব্রতানুষ্ঠানও ধন্য। তুমি এই পৃথিবীতে পতিভক্তি দ্বারা ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়া, সতীত্ব ধর্ম্মের অক্ষয় কীর্ত্তি প্রদর্শন করিলে। তোমার এই পতিপরায়ণতা স্ত্রীগণের আদর্শ। সমাগত মহর্ষিগণ, সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া স্ব স্ব আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন। রাজর্ষি দ্যুমৎসেন প্রাণাধিক পুত্র ও পুত্রবধূর আগমনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং আশ্রমের দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মনের আনন্দে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন দিবাকর মরীচিমালী স্বকীয় কিরণ জাল সঙ্কুচিত করিয়া, অস্তাচলে অস্তমিত হইতেছেন। দিবাচর প্রাণি-

গণ দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া, পরিশ্রান্ত দেহের শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করিতেছে। পক্ষিগণ চঞ্চুপুট দ্বারা কথঞ্চিৎ নীবার গ্রহণ করিয়া, আপন আপন আবাসে গমন পূর্ব্বক শাবকগণের মুখে প্রদান করিতেছে। নিশাগমে দিবাচর প্রাণিগণ আপন আপন আবাসে গমন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতেছে। এ সুখ সময়ে চিন্তাবত চিত্তের প্রকৃত সুখ অতি বিরল। তাহার দিবা ও রাত্রি উভয়কালই প্রায় সমভাবে অতিবাহিত হয়। অদ্য রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের সৌভাগ্য চন্দ্র পুনরুদিত হইয়া সকল সুখেরই সমাগম হইল। তাঁহারা পুত্র ও পুত্রবধূর বিচ্ছেদ শোকের শান্তি করিয়া; পরম সুখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, পক্ষিগণ প্রভাতী স্বরে গান করিতে লাগিল, দিবাচরপ্রাণিগণ সকলেই মনের আনন্দে নানা স্থানে গমন করিতে লাগিল। আশ্রম-বাসী মুনিঋষিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বেদোচ্চারণ করিতে করিতে মনের আনন্দে আশ্রমে প্রত্যা-গমন করিতেছেন; রাজর্ষি দ্যুমৎসেন প্রাতঃকৃত্য সমা-পন করিয়া, স্থিরচিত্তে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেছেন; এমত সময়ে বনপ্রান্তে মানবগণের কোলাহলশব্দে ও অশ্বগণের হেষারবে বনস্থলী পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তপস্বিগণ আশ্রম-পদের বিপৎপাত সমাগত দেখিয়া, সশঙ্কিত মনে নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কহিলেন, নৃশংস নিশাচরগণ আমাদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত সবান্ধবে আগমন করিতেছে। এজন্য সকলই চিন্তাবত চিত্তে ম্লান

বদনে উপবিষ্ট আছেন। এমত সময়ে একজন দূত আসিয়া রাজর্ষি দ্যুমৎসেন সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণিপাত পূর্ব্বক আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া কহিল, মহারাজ! আমি আপনার চির প্রতিপালিত ভৃত্য; শাল্বদেশ হইতে সম্বাদ লইয়া আসিয়াছি। আপনার প্রধান মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে রাজ-শত্রুগণ সবান্ধবে নিধন হইয়াছে, এক্ষণে প্রজামণ্ডলী আপনার গুণ-গ্রামের বশবর্ত্তী হইয়া, সকলেই একবাক্যে ঘোষণা করিতেছে যে, "মহারাজ দ্যুমৎসেন আমাদিগের রাজা।" আমি সেই প্রজাপুঞ্জের আদেশানুসারে আপনাকে স্বরাজ্যে লইতে আসিয়াছি। এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া, আমার সমভিব্যাহারী রাজ সেব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক প্রতিগমন করিলে অতিশয় আহ্লাদিত হই। কারণ প্রজাবর্গ সমুৎসুক চিত্তে আপনার আশা পথ নিরীক্ষণ করিতেছে। আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্টিত করিয়া, তাহারা অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হয়, এই তাহাদিগের ইচ্ছা। প্রেরিত দূত এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিল।

রাজর্ষি দূত মুখে প্রজাগণের এই সকল উৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সহাস্যবদনে তাহাকে বসিতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং শত্রুগণের পরাজয় বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, মনোমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন "ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পরাজয়" চিরদিনই ঘটিয়া থাকে। পাপের সুখ কখনও চিরস্থায়ী হয় না। এই ভাবিয়া, তিনি আশ্রমবাসী মুনিঋষি ও ব্রাহ্মণদিগের নিকট উপনীত হইয়া, স্বদেশের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের গোচর করিলেন।

আশ্রমবাসিগণ, রাজর্ষির সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহাকে রাজা বলিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক, স্বদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন।

পৃথিবী মনুষ্যের ভাগ্যচক্রের সহিত নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে। পৃথিবীর গতিতে দিবা ও রাত্রি হয়, এবং মনুষ্যের ভাগ্য চক্রের গতিভেদে সুখ ও দুঃখের সমাগম হইয়া থাকে। রাত্রিকালে প্রাণিগণ পরিশ্রান্ত দেহের ক্লান্তি দূর করিবার মানসে সর্ব্বসন্তাপনাশিনী নিদ্রা দেবীর সুকোমল ক্রোড়ে পরম সুখে নিদ্রা যায়। নিশাবসানে তাহারা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আপন আপন ভাগ্যানুরূপ ফল ভোগ করে। এই যে প্রভাত, কাহারও পক্ষে 'সু', কাহারও পক্ষে 'কু', বিশ্বপতির এই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম কেহই খণ্ডন করিতে পারেনা, কল্য যিনি বনবাসী সন্ন্যাসী, অনায়াস লভ্য ফলমূলে জীবন যাপন করিয়াছেন, আজ তিনি রাজ্যেশ্বর হইয়া মনের আনন্দে রাজ্য-পালন করিবেন। সময়ের পরিবর্ত্তন কেহই অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু পাপীর দুঃখ ও পুণ্যাত্মার সুখ ইহা অনায়াসেই বোধগম্য হইয়া থাকে। আজ পুণ্যবান্ সদাত্মা দ্যুমৎসেনের ভাগ্য, তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত।

মহারাজ দ্যুমৎসেন, আশ্রমবাসী মুনি ও ঋষিগণের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের চরণে প্রণাম করিলেন। তাঁহারাও সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া, বসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। রাজর্ষি, মুনিগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত

হইয়া বিনয় বাক্যে কহিলেন হে মহাত্মাগণ! আমি শাল্-দেশের অধিপতি, অদৃষ্ট-চক্রের পরিবর্ত্তনে অন্ধাবস্থায়, রাজ্য-নাশে বনবাসী হইয়াছিলাম। এক্ষণে দৈবানুগ্রহে আমার অন্ধত্ব মোচন হইয়াছে। আমার প্রধান মন্ত্রী আমাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপ-নারা কৃপা পরতন্ত্র হইয়া, আমাকে বিদায় প্রদান করিলে, স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিতে পারি।

আশ্রমবাসী সকলে, মহাত্মা দ্যুৎসেনের সৌভাগ্য রবিকে পুনরুদিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে সমুচিত সম্মান সহকারে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করি-লেন। অনন্তর মহারাজ দ্যুমৎসেন মুনিগণের নিকট বিদায়-গ্রহণ পূর্ব্বক, আনন্দিত মনে পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া রাজসেব্য রত্নময় যানে আরোহণ করিয়া, মহানন্দে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। শাল্বদেশবাসী প্রজাবর্গ, আমাদিগের রাজা অচির-কাল মধ্যে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন করিবেন এই আনন্দে উল্লাসিত হইয়া, তাঁহার আশা পথ প্রতীক্ষা করিতে ছিল। মহারাজ দ্যুমৎসেন, সুসজ্জিত যানারোহণ পূর্ব্বক নগর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, প্রজাবর্গ রাজসম্মান সূচক পরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া; রাজাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কেহ বা জয় পতাকা উড্ডীযমান করতঃ, রাজসম্মান প্রদর্শন করিতেছে। কোন স্থানে বারিপূর্ণ কুম্ভ মাঙ্গলিক চিহ্নরূপে শোভা পাই-তেছে। মহারাজ দ্যুমৎসেন নগর প্রান্তে প্রজাগণের এই সকল

রাজাভ্যর্থনা দেখিয়া পরমানন্দে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রধান মন্ত্রিগণ তাঁহাকে সসম্মানে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং শুভ দিন ও শুভলগ্নে তাঁহার অভি-ষেক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

মহারাজ দ্যুমৎসেন রাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসন গুণে কি নগরবাসী কি জানপদ বর্গ সকলেই তাঁহাকে আপন আপন পিতার ন্যায় সম্মান ও ভক্তি পূর্ব্বক স্ব স্ব রাজকর প্রদান করিতে লাগিল।

মহারাজ দ্যুমৎসেন, প্রজারঞ্জন কার্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক, রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর কালের অপ্রতিহত গতিতে, ক্রমে তাঁহার বার্দ্ধক্য সমাগত হইল। অতীত কালের সঙ্গে তাঁহার মনো-বৃত্তির প্রাবল্য ক্রমে হ্রাস হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; প্রজারঞ্জন কার্য্য অতি দুরূহ, সামান্য কারণেই আমার মনোবিকার হইয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করা অসাধ্য হইতেছে। এ অবস্থায় বৈষয়িক সুখে উন্মত্ত থাকিয়া পারত্রিক চিন্তার বিরত থাকা কোন মতেই উচিত হইতেছে না। অতএব এ অবস্থায় পুত্র হস্তে রাজ্য ভার সমর্পণ করিয়া, পারত্রিক চিন্তায় বার্দ্ধক্য অতি-বাহিত করাই কর্ত্তব্য।

রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া অভিলষিত কার্য্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আপনার বিশ্বস্ত প্রধান মন্ত্রীকে আহ্বান

করিয়া কহিলেন, আমার এই বৃদ্ধাবস্থায় মনোবৃত্তি সকল হিতাহিত জ্ঞানে অসমর্থ হইযাছে, এনিমিত্ত রাজলক্ষ্মীকে পুত্র হস্তে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় মনোনিবেশ করিব এই অভিলাষ করিয়াছি। রাজ্যশাসন, প্রজাপালন প্রভৃতি সকল গুণই সত্যবানে লক্ষিত হয় এবং প্রজামণ্ডলী সুশীল সত্যবানের গুণে বিমোহিত হইয়া, তাহার অশেষবিধ সুখ্যাতি করিয়া থাকে। এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় অবগত হইলে প্রজামণ্ডলীর মতামত জিজ্ঞাসা করা যাইবে। মন্ত্রি-প্রবর রাজার এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন হে রাজন! আপনি যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিযাছেন, তাহাতে কি প্রজাবর্গ কি জানপদবর্গ সকলেই সঙ্কুচিত ভাবে আমাকে বলিয়া থাকে, আমাদের মহারাজের রাজ্যসুখ-বাসনা কি এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই! উপযুক্ত পুত্র সুশীল সত্যবানে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করা তাঁহার উচিত হইতেছে। আমি প্রজাবর্গের মতামত অনেক দিন হইতে অবগত আছি; আমরা ইতি পূর্ব্বে ভাবিযাছিলাম যে, আপনাকে অনুরোধ করিব নবকুমার সত্যবান্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করেন; অদ্য আপনার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাদের সে চিন্তা দূরীভূত হইল; আপনি সুশীল সত্যবানকে অচিরকাল মধ্যে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারেন।

পর দিন মহারাজ দ্যুমৎসেন রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সভাসদ্‌বর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে সচিববৃন্দ!

এক্ষণে আমি জরাগ্রস্ত হইয়াছি। এ বয়সে সুশৃঙ্খলরূপে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া প্রজাগণের সন্তোষ সাধন করা আমার অসাধ্য; এই হেতু কুমার সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, রাজকার্য্যের গুরুভার হইতে অবসর গ্রহণ করিব মনে এই মানস করিয়াছি, এবিষয়ে তোমাদের অভিপ্রায় শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে। রাজা হইয়া প্রজাগণের অসম্মতিতে কোন কার্য্য করিলে তাহাদিগের অসন্তোষের কারণ হয়, এজন্য আমি সাধারণ সমক্ষে প্রস্তাব করিতেছি তোমাদিগের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করিলে আমি তদনুরূপ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করি।

মহারাজ দ্যুমৎসেন এই সকল কথা বলিয়া নিরস্ত হইলে, সভাস্থিত মন্ত্রিবর্গ প্রজাগণ সমভিব্যাহারে এক বাক্যে কহিতে লাগিলেন; সত্যবান্ সুশীল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, দয়া ও ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আধার; প্রজারঞ্জনকার্য্য তাঁহার অনায়াসসাধ্য; অতএব আপনি সত্যবানের হস্তে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিতে পারেন।

রাজা, সভাসদ্‌বর্গের ও প্রজাগণের এইরূপ উৎসাহ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং কুল-গুরু ও পুরোহিত গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেমত আপনাদিগের ইচ্ছা, তদ্রূপ প্রজামণ্ডলীও একবাক্যে অনুমোদন করিতেছে কিন্তু শুভ কার্য্যে ব্যাঘাত অনেক, অতএব কালবিলম্ব না করিয়া দিনস্থির করাই উচিত হইতেছে। কুলগুরুগণ মহারাজ দ্যুমৎসেনকে সম্বোধন

করিয়া কাহলেন, হে রাজন্। পরশ্বঃ অতি উত্তম দিন। এরূপ দিন শীঘ্র হইবে না অতএব ঐ দিনেই সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মনোরথ পূর্ণ করুন।

মহারাজ দ্যুমৎসেন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও মন্ত্রিবর্গকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, পরশ্বঃ সত্যবান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব, কল্য তাহার অধিবাস, অনতিবিলম্বে যাবতীয় দ্রব্য আহরণ ও দেশবিদেশবাসী আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব ও প্রজাবর্গ এবং দীন দুঃখী সকলকেই পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ কর এবং ঘোষণা করিয়া দেও, যেন তাঁহারা নিয়মিত কার্য্যের দিনে উপস্থিত হয়েন। মহারাজ দ্যুমৎসেন সভাসদ্‌বর্গকে এই সকল উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি বিশ্রাম ভবনে উপবিষ্ট হইয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে করিতে জনৈক ভৃত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ত্বরায় সত্যবান্‌কে এখানে আনয়ন কর। ভৃত্য রাজাজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া যেখানে সত্যবান্ অবস্থিতি করিতেছেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে নিবেদন করিল যুবরাজ! মহারাজ আপনাকে বিশ্রাম ভবনে আহ্বান করিতেছেন। সত্যবান্ পিত্রাদেশ শ্রবণে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া ত্বরায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। এবং পিতৃ-চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা, সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন পুত্রকে সমাগত দেখিয়া বসিতে অনুমতি করিলেন। সত্যবান্ পিতৃ সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়া সচকিত নয়নে তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া

অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে মহারাজ দ্যুমৎসেন প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে গদগদ বচনে কহিলেন বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র। এক্ষণে দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনে সক্ষম হইয়াছ। এজন্য কল্য তোমার রাজ্যাভিষেক সূচক অধিবাস ক্রিয়া সমাপন করিয়া, পরশ্বঃ তোমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিব মানস করিয়াছি। অতঃপর তুমি রাজকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া পরম সুখে প্রজাপালন কর এই আমার একান্ত ইচ্ছা কিন্তু রাজ্যপালন কার্য্য অতি দুরূহ, এ নিমিত্ত তোমায় কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। রাজা, দয়া, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, শত্রু সংহার, সত্যবাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি গুণের আধার। তিনি প্রজা ও অতিথিবর্গের দুঃখ দেখিলে প্রাণপণযত্নে তাহাদিগের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিবেন। রাজকার্য্য করিতে হইলে রাজার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক। শত্রু কর্ত্তৃক কোন বিষয় গৃহীত হইলে তাহা পুনবায় যত্নের সহিত উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন। রাজদ্বেষী প্রজা বা অন্য কোন ব্যক্তিকে যুদ্ধে বা কৌশলে নিবৃত্ত করিবেন। যে ব্যক্তি একবার শত্রুবৎ ব্যবহার করিবে, তাহা হইতে উপকারের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেন। যে রাজা এরূপ ব্যক্তিকে আশ্রয় দান করেন, তাঁহার রাজলক্ষ্মী অচিরকাল মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। রাজছত্রধারী প্রজাপালক আমোদ প্রিয় হইলে, তাঁহার সহযোগী ব্যক্তিরা সাধারণ সমক্ষে তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে পারে না; অতএব রাজা কখনও পরিহাস প্রিয় হইবেন না। রাজা হইয়া

রাজকার্য্যের সময় অতিবাহিত করিয়া, অনুজীবী ব্যক্তিগণের সহিত সর্ব্বদা হাস্য পরিহাস করিলে, তাহারা প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া জন সমাজে রাজাজ্ঞা অবহেলন পূর্ব্বক তাঁহার অপমান করে; রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে হয় না। তাহারা কেবল আপন দুরভিসন্ধি সুসিদ্ধ করিবার জন্য ভৃত্যবর্গের প্রতি কর্কশ ব্যবহার করে। তাহারা সভা মধ্যে বন্ধু ভাবে রাজাকে তিরস্কার করিতেও লজ্জা বোধ করে না। এরূপ অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করা রাজার কর্ত্তব্য। আলস্য পরতন্ত্র হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে উদ্‌যোগহীন হওয়া রাজার উচিত নহে। রাজা সর্ব্বদা ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া গুরুভক্তি এবং রাজ্য রক্ষার্থে ন্যায়পরতা ও জ্ঞান লাভার্থে বিদ্যাভ্যাস করিবেন। প্রজার সন্তোষ সাধনই নৃপতিগণের মুখ্যোদ্দেশ্য, রাজা হইয়া প্রজারঞ্জন কার্য্যে নিমেষ মাত্র শৈথিল্য প্রকাশ করিলে, অচিরকাল মধ্যে রাজলক্ষ্মী লয় প্রাপ্ত হয়। আত্মীয়গণের অভিপ্রায় না জানিয়া তাহাদিগের মন্ত্রণা কখনও বিশ্বাস করিবেন না। বিপক্ষগণ বিপদ্ গ্রস্ত হইয়া, শরণাপন্ন হইলে; আশ্রয় দান করিয়া মনে মনে তাহাদিকে শত্রু বলিয়া জানিবে, কারণ বিপক্ষগণ সময় প্রাপ্ত হইলেই আত্মকার্য্য সমাধা করিতে চেষ্টা করে। গুহ্য বিষয় পরম বন্ধুর নিকটেও প্রকাশ করিবে না। অতি যত্নে অন্তঃপুরবাসিনীগণের সন্তোষ সাধন করিতে চেষ্টা করিবে। সদা সদাচরণ দ্বারা প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ সাধন ও সদ্বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করা

রাজার কার্য্য। মহারাজ দ্যুমৎসেন, প্রিয় পুত্র সত্যবান্‌কে এইরূপে নানাবিধি হিতোপদেশ প্রদান করিয়া গৃহান্তরে গমন করিলেন।

তদনন্তর সত্যবান্ মাতার চরণ দর্শনাভিলাষে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং মাতৃ-গৃহ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া নিমিলীত-নয়নে আপন অভীষ্ট দেবের আরাধনা করিতেছেন। সত্যবান্ গললগ্নীকৃতবাসে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। যেমন সুধাংশু সন্দর্শনে, সুধালিপ্সু চকোর চকোরী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তদ্রূপ রাজ্ঞী চক্ষুরুন্মীলনপূর্ব্বক প্রাণাধিক পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া, তদপেক্ষা অধিকতর পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি স্নেহের আধিক্য-প্রযুক্ত একদৃষ্টে সত্যবানের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া, স্নেহময় মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাণাধিক। আজি পুরবাসিগণের নিকট যে আনন্দ জনক কথা শুনিলাম, তাহা কি সত্য? মহারাজ নাকি তোমায় রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মার্থে মনোনিবেশ করিবেন? সত্যবান্ বিনীত-বাক্যে কহিলেন মাতঃ! আপনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা সত্য, পিতা কল্য অধিবাস সম্পন্ন করিয়া, পরশ্বঃ আমায় যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

রাজ্ঞী পুত্রমুখনিঃসৃত এই হৃদয়ানন্দকর বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং সহর্ষে কহিতে লাগিলেন বৎস সত্যবান! এতদিনের পর বুঝি গুরুজনের আশীর্ব্বাদ

সফল হইল, আমার পরম সৌভাগ্য যে, লোকে আমাকে রাজ-মাতা বলিয়া সম্বোধন করিবে। বৎস, যখন তুমি রাজবেশ পরিধান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিবে, আর সকলে তোমায় নবভূপতি বলিয়া সম্বোধন করিবে; তখন আমার মনে কি অভিনব আনন্দোদয় হইবে বলিতে পারি না। এক্ষণে কুলদেবতাদিগের নিকট কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, তুমি সচ্ছন্দ শরীরে রাজলক্ষ্মীর উপভোগ কর।

রাজ্ঞী প্রাণাধিক পুত্র সত্যবান্‌কে এই সকল বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া, অন্তঃপুরবাসী পরিচারকগণকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে প্রার্থনানুরূপ অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ, প্রচুর অর্থলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, মনের আনন্দে গৃহে গমন করিল। পরদিন নগর মধ্যে প্রজাগণ মহানন্দে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল এবং হর্ষোৎফুল্লবদনে বলিতে লাগিল, কল্য সত্যবান্ রাজা হইবেন, অদ্য তাঁহার অধিবাস। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, নগরবাসী সকল লোকেই, আপন আপন আবাসে উৎসব সূচক কার্য্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর মহিলারা সত্যবান্ রাজা হইবেন শুনিয়া সকলেই আহ্লাদে পুলকিত হইয়া প্রতি গৃহে মঙ্গল সূচক দেবারাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। ভৃত্যগণ রাজদত্ত মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়া, মনের আনন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। অদ্য শ্রুতি সুখাবহ বাদ্যধ্বনিতে, রাজভবন ইন্দ্রভবন বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। ব্যক্তি মাত্রেই কেবল "নবভূপতির জয় হউক" এই বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিল, শোক দুঃখ যে কি, তাহা এ নগর

হইতে অন্তর্হিত হইল। এইরূপ মহোল্লাসে যথাবিধানে অধিবাস কার্য্য সমাপিত হইল।

অদ্য যুবরাজের অভিষেক। রাজাজ্ঞানুসারে রাজদ্বার অনাবৃত, দীন, দুঃখি-প্রভৃতি কোন লোকেরই গমনের বাধা নাই। সকলেই নির্ব্বিঘ্নে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া ইচ্ছানুরূপ বস্তু প্রার্থনা করিতেছে। মহারাজ উৎফুল্ল আনন্দিত হইয়া প্রার্থিগণের প্রার্থনানুরূপ দান করিতেছেন। বন্দীগণ কারামুক্ত হইয়া মনের আনন্দে স্বীয় স্বীয় পরিজন অবলোকন করিবে বলিয়া "নরভূপতির জয় হউক" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। নগরবাসি-প্রজাবর্গ মনের আনন্দে কুমারের রাজাভিষেক শুনিয়া প্রতিঘরে মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিল। সত্যবান্ আমাদিগের নরভূপতি হইবেন, আমরা ঈশ্বর সন্নিধানে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি, মহারাজ দ্যুমৎসেন যেমন পরমসুখে প্রজাপালন করিয়াছেন, সত্যবানও রাজা হইয়া তদ্রূপ প্রজারঞ্জনপূর্ব্বক মনের আনন্দে পরম সুখে কালযাপন করুন। রাজাদিগের কার্য্য দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, সত্যবানে তাহার সকল গুণই লক্ষিত হইয়া থাকে। বৃদ্ধ মহারাজ পরম্পরায় প্রজাবৃন্দের এই কর্ণপরিতৃপ্তিকর বাক্য শ্রবণ করিয়া, কল্পতরুর ন্যায় দান করিয়া যাচকগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

এমত সময়ে জনৈক কুল-পুরোহিত, তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া চঞ্চলনয়নে প্রফুল্লবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,

মহারাজ। নূপকুমারের অভিষেক-কাল সমাগত, সভাসদ ব্রাহ্মণগণ ও রাজন্যবর্গ রাজোচিত সম্মান সহকারে আপনার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুলগুরু ও পুরোহিতগণ অন্যান্য সমস্ত কার্য্য সমাপন করিয়া, বেদীর পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া, সময় অতিবাহিত করিতেছেন। আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া অনুমতি প্রদান করিলেই তাঁহারা কর্ত্তব্য-সমাপন করিয়া সত্যবানে রাজসম্মান প্রদান করিবেন। অতএব আপনি ত্বরায় সেই স্থানে আগমন করুন।"

মহারাজ দ্যুমৎসেন একমনে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দীন দুঃখীদিগের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে পুরোহিতের মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাক্শূন্য বদনে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে মোহ নিদ্রার শান্তি হইলে, লজ্জাবনত বদনে তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, উঃ আমি কি হাস্যাস্পদ, আমার পুত্রের অভিষেক, সকলেই আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কেবল আমিই কি না নিশ্চিন্ত মনে এই আনন্দময় অমূল্য সময় বৃথা যাপন করিতেছি, ধিক এ জীবনে।

মহারাজ দ্যুমৎসেন উদ্বেগসন্ন মনে লজ্জাবনত বদনে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন, সভাসদ্ ব্যক্তিগণ রাজাগমন দর্শন করিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তিনিও তাঁহাদিগের যথাবিধ সম্বর্দ্ধনাসহকারে হস্ত প্রসারণ করিয়া বসিতে অনুমতি প্রদান করিলেন, এবং আপনিও তৎসন্নি-

ধানে, উপবেশন করিলেন। স্তুতিপাঠকগণ মহারাজার জয় হউক বলিয়া, স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। এমত সময় কুলাচার্য্যগণ, রাজসমক্ষে উপনীত হইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিল মহারাজ। কুমার সত্যবানের অভিষেক কাল সমাগত, আপনি অনুমতি প্রদান করিলে, সভা-সমাগত মুনি, ঋষি ও রাজন্যবর্গের অনুমতি গ্রহণ করিয়া, রাজবেশে সুসজ্জিত কুমার সত্যবানকে রাজছত্রপরিশোভিত রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া উৎসব কার্য্য সমাধা করি। রাজা কুলাচার্য্যের এই মনোমোহন বাক্যে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, সভাসদ্বর্গের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক শুভকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। ব্রাহ্মণগণ রাজার অনুজ্ঞাক্রমে সভাশোভিত ব্যক্তিবৃন্দের অনুমতি লইয়া সত্যবানের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সেই সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইলেন। রাজ্ঞী অন্ত-পুরে পুত্র হিত কামনায় মনের আনন্দে অকাতরে ধন দান করিতে লাগিলেন। পুরবাসিগণ রাজমঙ্গলার্থে প্রতি গৃহে মঙ্গল সূচক ক্রিয়া কলাপ করিতে লাগিল। অর্থিগণ প্রার্থনা-স্বরূপ ধন পাইয়া, মহারাজ সত্যবানের জয় ঘোষণা করিতে করিতে প্রস্থান করিতে লাগিল। এই রূপে মহাসমারোহে অভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে বিদেশাগত রাজন্যবর্গ ও আশ্রমবাসী মুনি, ঋষি ও রাজর্ষিগণ বৃদ্ধ ভূপতিকে আহ্বান করিয়া, সাদর সম্ভাষণে আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক বিদায় লইয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অশ্বপতি স্বদেশ গমনে বিদায় গ্রহণ করিয়াও স্নেহ পরতন্ত্র হৃদয়ে জামাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বাপ্ সত্যবান্! মহারাজ দ্যুমৎসেন এতাবৎকাল রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, প্রজাগণের সন্তোষ-সাধন-পূর্ব্বক বৃদ্ধ বয়সে তোমায় সর্ব্ব সদ্গুণ বিভূষিত দেখিয়া মনের আনন্দে রাজ্যশাসন প্রজাপালন প্রভৃতি রাজকার্য্য সর্ব্ব সমক্ষে তোমাকেই অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের সন্তোষ সাধন করা অতি দুরূহ, এজন্য তোমায় কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করিতেছি। দয়া, ক্ষমা, সত্য রক্ষা, শত্রু নাশ, আশ্রিত প্রতিপালন, ধর্ম্মারাধনা প্রভৃতি রাজগণের প্রধান অবলম্বনীয়। রাজর্ষিগণ মুক্তকণ্ঠে বর্ণন করিয়া থাকেন, রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করার নামই মোক্ষধর্ম্ম। রাজা হইয়া প্রজাপুঞ্জের সুখ সম্পাদনে সতত যত্নবান থাকিবে দোষ দেখিলে ক্ষমাগুণে উপদেশ বাক্যে তাহার নিবৃত্তি করিবে। সদা সত্যবাক্যে সকলের সন্তোষ সাধন করিবে। শত্রুকে কখনও বিশ্বাস করিবে না, সাধ্যানুসারে তাহার বধোপায় করিবে কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি বিনীত ও শরণাপন্ন হয় তবে তাহাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিবে, কিন্তু প্রাণান্তেও বিশ্বাস করিবে না। একাকী কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না। সর্ব্বগুণ সম্পন্ন মন্ত্রীর মন্ত্রণা গ্রহণ করিবে। যে ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনা করিয়া সকল কার্য্য সম্পন্ন করে তাহার সুখৈশ্বর্য্য প্রাতঃকালীন নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে।

আর যিনি অসৎ সংসর্গের অলীক আমোদে উন্মত্ত হইয়া সৎসঙ্গের গুণ বিস্মৃত হন তিনি অচিরকাল মধ্যে সৌভাগ্য লক্ষ্মীকে শত্রু হস্তে সমর্পণ করিয়া, অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায় ক্রমে অস্তমিত হইতে থাকেন। মহারাজ অশ্বপতি তাঁহাকে এই সকল সদুপদেশ প্রদান করিয়া, প্রিয়তম কন্যা সাবিত্রী সন্নিধানে গমন করিলেন, এবং প্রিয় সম্ভাষণে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, মাতঃ সাবিত্রি! তোমার অকৃত্রিম গুরু ভক্তিতে আমার মন অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তুমি ন্যায়বাক্যে ও মনের একাগ্রতা সহকারে ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইয়া মৃত পতির জীবন দান, এবং বিনাশোন্মুখ পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। যদি ধর্ম্ম চিন্তা মনুষ্য মাত্রেরই সুখ জনক হয়, তাহা হইলে, তোমার এই পতিভক্তি নারী কুলে ধর্ম্মোপাখ্যান নামে পরিগণিত হইবে। মহারাজ অশ্বপতি স্বীয় কন্যাকে নানাবিধ শিক্ষা প্রদান ও আশীর্ব্বচন প্রয়োগ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধ মহারাজ, পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে প্রজাপুঞ্জের প্রমুখাৎ তাঁহার রাজ্যশাসন প্রজাপালন প্রভৃতির অশেষবিধ সুখ্যাতিবাদ শ্রবণ করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর আহ্লাদিত হইতেন। তিনি এক দিন মনে মনে চিন্তা করিলেন আমার সকল সুখেরই শেষ হইয়াছে, এ বয়সে ধর্ম্মই আমার এক মাত্র আরাধ্য বস্তু, সংসার আশ্রমে লিপ্ত থাকিলে ধর্ম্মারাধনায় স্পৃহা হইবে না, অতএব

আশ্রম-সুখ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ," মনে মনে এই ভাবিয়া তিনি এক দিন কথা প্রসঙ্গে বৃদ্ধা মহিষী শৈব্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেখ প্রিয়ে। মানবের জীবন কাল অনির্দ্দিষ্ট, আজি হউক, কালি হউক, নিশ্চয়ই এ দেহের পতন হইবে; বাল্যকাল, শৈশবকাল ও যৌবনকাল সকল সময়ই পরম সুখে অতিবাহিত হইয়াছে, এক্ষণে প্রৌঢ়াবস্থা সমাগত; এ সময়ের প্রধান কাজ ধর্ম্মোপার্জ্জন। অতীত কালের মত আশ্রমিক ধর্ম্মের মোহ-জালে আবদ্ধ হইয়া, পরকালের পরম সুখ ধর্ম্মোপার্জ্জনে নিবৃত্ত থাকা কোন মতেই উচিত হইতেছে না। অতএব আমরা অচির কাল মধ্যে বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানে জীবন যাপন করিব এই বাসনা করিয়াছি।" তৎপরে প্রিয় পুত্র সত্যবান্ ও পুরবাসিগণের নিকট আত্মাভিলাষ প্রকাশ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া রাজা ও রাণী ধর্ম্মোদ্দেশে তীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে তাঁহারা মানবলীলা সম্বরণ করিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। মহারাজ সত্যবান্ পিতৃ-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। প্রজাগণও তাঁহার সুশাসনে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। পরহিংসা, পরদ্বেষ কাহারও মনে স্থান পাইল না, সকলেই পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

এই রূপে কিছুকাল অতীত হইলে সাবিত্রীর গর্ভ-লক্ষণ লক্ষিত হইল, পুরবাসি-ব্যক্তিবর্গ ও পুরন্ধ্রী কামিনীরা এই

বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলেই কহিতে লাগিলেন আমরা কত দিনে রাজ্ঞীর ক্রোড়দেশ রাজকুমারে সুশোভিত দেখিব। এই মনে করিয়া তাহারা সকলেই আপন আপন আলয়ে মঙ্গল সূচক ক্রিয়া কলাপ করিতে লাগিল। গর্ভাবস্থায় সামান্য মনোমালিন্যও অতিশয় বিঘ্ন জনক, এজন্য মহারাজ সত্যবান্ প্রিয় মহিষীর সন্তোষ সাধনার্থে তৎসন্নিধানে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। উপযুক্ত কাল সমাগত হইলে রাজ্ঞী এক পরম সুন্দর পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। মহারাজ পুত্রমুখ দর্শন করিয়া যেমন আনন্দিত হইলেন, তদ্রূপ তাহার দীর্ঘজীবন প্রাপ্তি অধিকতর আনন্দ জনক মনে করিয়া, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ করাইতে লাগিলেন। কর্ণপবিত্রতপ্তকর অনাথদিগের আশীর্ব্বচন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত তিনি অকাতরে ধনদান করিতে লাগিলেন। কাল সহকারে তিনি শত পুত্র লাভে পরিতুষ্ট হইয়া, পরম সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ সত্যবান্, একদিন সভামণ্ডপে মন্ত্রিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন আমি পুত্রগণকে প্রতিপালন করিয়া যেরূপ সুখানুভব করিয়া থাকি, প্রজাবৃন্দের প্রতিপালনেও আমার সেইরূপ সুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই সুখের তুলনায় আমার এই অতুল ঐশ্বর্য্যের আধিপত্য-সুখও নিরতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। সভাসদ্‌গণ মহারাজের এই হৃদয়োদ্ভূত আনন্দ-

ময়ূরাকাবলী শ্রবণ কবিযা কহিতে লাগিলেন, বাজা যদি প্রজাব দুঃখে দুঃখ ও সুখে সুখ অনুভব কবেন, তবে তাঁহাব প্রজামণ্ডলী বনবাসে অবস্থান কবিযাও সুখবোধ কবিয়া থাকে। আব যদি বাজা প্রজাবঞ্জক না হইযা, কেবল প্রজাদিগেব উৎপীডন কবিযা আত্মসুখে পবিতৃপ্ত হযেন, তবে তাঁহাব বাজ্য অচিবকাল মধ্যে লয প্রাপ্ত হয়। আপনাব বাজ্যশাসন ও প্রজাপালন অন্যান্য বাজগণেব আদর্শস্বরূপ। মহাবাজ সত্যবান্, মন্ত্রিবর্গেব এই সকল বাক্য শ্রবণে বাক্‌শূন্য হইযা বহিলেন, এবং কিযৎক্ষণ চিন্তাবত থাকিয়া কহিলেন হে মন্ত্রিপ্রবব। বযোহধিকতা প্রযুক্ত আমাব মনোবৃত্তিব উত্তেজনা শক্তিব ক্রমে হ্রাস হইয়াছে; কোন কার্য্যে অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিতে পারি না। সামান্য চিন্তাতেই আমাব মনে বিবক্তিব উদয হয; এজন্য প্রজাপুঞ্জেব বিবাগোৎপাদন হইতে পাবে। এই হেতু মনে মনে চিন্তা কবিতেছি, উপযুক্ত পুত্র হস্তে বাজ্যভাব সমর্পণ কবিযা, কুলধর্ম্মানুসাবে আশ্রমিক সুখ পবিত্যাগ-পূর্ব্বক, ধর্ম্মাবাধনায জীবন যাপন করিব। মন্ত্রিগণ মহা-বাজেব এই সকল বাক্য শ্রবণ কবিযা কহিলেন, বাজন্! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন তাহাতে আপনাব সে প্রবৃত্তি না হইবে কেন? স্বর্গীয মহাত্মগণ এই রীত্যনুসাবে পবম সুখে জীবন যাপন কবিযা গিযাছেন। আপনাব বাক্য-গুলিও তদনুরূপ তাহাব সন্দেহ নাই।

এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধ হইযা মহাবাজ মহোৎসাহে সর্ব্বসমক্ষে

পুত্র হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। এবং তাঁহাকে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলেন, পরে প্রিয় মহিষী সাবিত্রীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়ে। মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়া, যে সকল সুখ উপভোগ করিয়া থাকে, তাহা আমার ভাগ্যে যথেষ্ট হইয়াছে। আর এই মায়াময় সংসারজালে আবদ্ধ হইয়া চিন্তারত চিত্তে জীবন যাপন না করিয়া পারত্রিক চিন্তায় আবদ্ধ থাকিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিব এই অভিলাষ করিয়াছি। তুমি রাজমাতা হইয়া পুত্রের সুখৈশ্বর্য্য দর্শনে পরম সুখে কালযাপন করিতে থাক। আমি অচিরকাল মধ্যে বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া এ মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিব সঙ্কল্প করিয়াছি।

সাবিত্রী সত্যবানের মানসিক ভাব অবগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল, পরে তিনি অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া মৃদু বাক্যে কহিলেন নাথ। আপনি রাজ্যেশ্বর, মনুষ্য জীবনে যে সকল সুখ প্রার্থনীয় তাহা আপনার অনায়াস লভ্য, এক্ষণে আপনি, সকল সুখে পরিতৃপ্ত হইয়া চতুর্থ কালের মোক্ষ সুখ লাভের জন্য সংসারের মায়াজাল ছিন্ন করিয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে মানস করিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা আনন্দজনক কার্য্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমি বেদবেত্তা কুলাচার্য্যগণের উপদেশবাক্যে শুনিয়াছি, পুরুষ যতদিন পরিণয় পাশে আবদ্ধ না হয়েন, ততদিন লোকে তাঁহাকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করে, পরে সেই পুরুষ উদ্বাহসূত্রে

আবদ্ধ হইলে, স্ত্রী পুরুষের আত্মা একত্ব প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হন। আপনি আমায় রাজ্য সুখের বশবর্ত্তিনী করিয়া, ধর্ম্মের আরাধনার নিমিত্ত বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করিতেছেন। আপনি উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে যত সুখই অনুভব করুন না কেন, আপনার পরিণীতার বিচ্ছেদ যখন আপনার মনোমধ্যে বিন্দুমাত্র উদিত হইবে সেই সময়ে ধর্ম্ম সুখ দুঃখে পরিণত হইয়া অশেষবিধ যন্ত্রণা প্রদান করিবে। পিতা সর্ব্বসমক্ষে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আমায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আর আপনিও আমাকে গ্রহণ করিয়া, আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি সে সকল প্রতিশ্রুত বাক্য বিস্মৃত হইয়া আমায় অলীক প্রলোভনে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মার্জ্জন করিবার নিমিত্ত দাসীকে পরিত্যাগ করিতেছেন। হে রাজন! আপনি সুবিজ্ঞ ও সুবিচারক, ন্যায়সঙ্গত বাক্যে আপনাকে অন্যের অপেক্ষা করিতে হয় না। এজন্য দাসীর কিঞ্চিৎ হৃদয়োদ্ভূত দুঃখ আপনার সন্নিধানে নিবেদন করিতেছি, আপনি কৃপাপরতন্ত্র হইয়া মনোমধ্যে স্থান দান করিলে দাসীর ইচ্ছা পরিপূর্ণ হয়। নাথ! যে সকল ব্যক্তি আত্মকৃত প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া আত্মীয়গণের দুঃখের কারণ উদ্ভাবন করে, তাহাদের ধর্ম্ম কার্য্য সকলই কথায় পরিণত হয়। স্ত্রী পুরুষের একাত্ম-ভাবই দাম্পত্য সম্বন্ধ। যে সকল ব্যক্তি সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিতে অক্ষম, অনশনে, বনে বা পর্ব্বতগুহায় অবস্থান করিলে তাহাদিগের ধর্ম্মোপার্জ্জন হয় না। আশ্রমবাসি ব্যক্তিবর্গের

যে সংসার সুখ তাহাই ধর্ম্ম। আপনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া, কোনও স্থানে কোনও কালেই সুখী হইতে পারিবেন না। যাহার আত্মা সদা চিন্তানলে দগ্ধ, সে ব্যক্তি কি আত্মার সংযম করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে পারে? কখনই না, মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া, পিতা মাতা, ভাই বন্ধু প্রভৃতি লইয়া একত্র বাস করে, কিন্তু সকলেই আপন আপন কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। সংসারে কেহ কাহারও পাপ পুণ্যের অংশ গ্রহণ করে না, কেবল পতিপরায়ণা রমণীই পতির পাপ-পুণ্যের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তিনি পতি বিনা স্বর্গবাসেও তৃপ্তিলাভ করেন না। পতি পাপাত্মা অসদাচারী হইলেও সাধ্বী স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সেই পতির সেবা শুশ্রূষা করিলেই তাহার ধর্ম্ম কার্য্য সম্পন্ন করা হয় পতিই স্ত্রী জাতির গতি, মুক্তি ও সকল সুখের আধার। পুষ্পোদ্যানে পরিশোভিত মনোহর অট্টালিকা, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি পত্রগণের রাজা হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সকলই আমার পক্ষে অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর, কিছুই আমার সুখকর বোধ হয় না।

আমি স্ত্রীজাতি, পতি সেবাই আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আপনি সংসার সুখে বীতস্পৃহ হইয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক বনে গমন করিতেছেন। তখন সঙ্গে থাকিয়া পরিচর্য্যা দ্বারা আপনাকে সুখী করাই আমার ধর্ম্ম নয়, আমি পত্রগণের অতুল ঐশ্বর্য্যে বিমোহিত হইয়া, আপনাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি যখন যে অবস্থায় যেস্থানে গমন করিবেন,

আমিও দাসীর ন্যায় আপনার পরিচর্য্যার্থে সেই স্থানেই গমন করিব। পতি ভিন্ন স্ত্রীর অন্য গতি নাই। মহারাজ সত্যবান্, প্রিয়মহিষী সাবিত্রীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, প্রফুল্ল মুখে কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে। আমি তোমার কথায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু বন অতি দুর্গম স্থান, তোমাকে বনের সঙ্গিনী করিলে সর্ব্বদা শঙ্কিত চিত্তে কালযাপন করিতে হইবে সুতরাং আমি যে উদ্দেশে এই মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছি, তাহা সফল হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিবে।

সাবিত্রী, স্বামীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন নাথ। বন অতি দুর্গম স্থান তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু স্বামী ও স্ত্রী একাত্ম, আপনি আমায় পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে, আপনার বিচ্ছেদ শোকে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। যদি স্ত্রী হত্যা করা আপনার কর্ত্তব্য হয় তবে আপনি অনায়াসে গমন করিতে পারেন। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ সত্যবান্, সাবিত্রীর এই সকল হৃদয়-বিদারক বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন রাজনন্দিনি। আমি তোমার মনোভাব জানিবার জন্য তোমার প্রতি এরূপ নিদ্দয়তা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তোমার পাতিব্রত্য প্রভাবে জীবন লাভ, পিতার অন্ধত্ব মোচন, অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রভৃতি লোকাতীত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। পতিভক্তি যে স্ত্রীজাতির পরম ধর্ম্ম, পতিভক্তিগুণে পরমারাধ্য ধর্ম্মকে অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া

যায, তাহা তোমা হইতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তুমি ধন্য, তোমার পতিভক্তিও ধন্য, তোমার এই ধর্ম্মানুষ্ঠান স্ত্রীকুলের আদর্শ। এই সদনুষ্ঠানদ্বারা বিনাশোন্মুখ শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল উভয় কুলের উদ্ধার সাধন করিয়াছ। যতদিন এই পৃথিবী-মণ্ডলে মানবগণ ধর্ম্মের আরাধনা করিবে, তত দিন পতিভক্তি স্ত্রীজাতির এক পরম ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। পতি-পরায়ণা সাবিত্রী পতির এইরূপ সদা ব্যবহার দর্শনে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং হাস্যবদনে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন নাথ। আমরা বাল্যাবস্থায় মাতাপিতার প্রযত্নে প্রতিপালিত হইয়া, পরে প্রণয়োদ্ভূত নানা আমোদে সময়াতিপাত করিয়াছি, এবং মনুষ্য জন্মের অনির্ব্বচনীয় সুখ স্বরূপ পুত্র মুখাবলোকন ও তাহাদিগের সুখৈশ্বর্য্য সন্দর্শনও আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে। বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা মনুষ্য মাত্রকেই সুখ ও দুঃখে পরিবৃত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অকিঞ্চিৎকর সংসার সুখের মোহিনী শক্তিতে আবদ্ধ না হইয়া ঐহিকের সুখ পরম তত্ত্ব ধর্ম্মোপার্জ্জনের নিমিত্ত আপনার সহিত বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ।

মহারাজ সত্যবান্ ধর্ম্মশীলা রাজ্ঞীর এই সদুপদেশ শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সৎ কার্য্যে বাধা প্রতিপদেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি রাজ্যপালন, প্রজারঞ্জন প্রভৃতি সকল সুখে নিস্পৃহ হইয়া, বানপ্রস্থ ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিব মনে এই সঙ্কল্প করিয়াছি, তখন এই মায়াময় সংসার সুখের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া, মুক্তির জন্য

অমূল্য সময় আর বৃথা অতিবাহিত করিব না। মহারাজ সত্যবান্ এই সঙ্কল্প করিয়া, প্রাণাধিক পুত্রদিগকে অমাত্য বন্ধু বান্ধব সহিত আহ্বান করিয়া সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন; আমরা মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া আশ্রমিক সুখে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে কুলাচার ধর্ম্মানুসারে জীবনের পারত্রিক সুখ লাভ করিবার জন্য সন্ন্যাসি-বেশে তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিব মানস করিয়াছি। এই বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বজন সমক্ষে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে বনে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।

